Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কানিজ ফাতেমা

রোলঃ 216021613

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কানিজ ফাতেমা

রোলঃ 216021613

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কানিজ ফাতেমা, আইডিঃ 216021613 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Kaniz Fatema

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

কানিজ ফাতেমা

আইডিঃ 216021613

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 3
কুরআনের পরিচয় : 7
কুরআনের বর্ণনায় কুরআনের পরিচয় : 8
আল-কুরআন কি? 8
কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত : 16
মানব জীবনে কুরআন: 29
কুরআনের পরিপূর্ণ হেফাযত যরূরী : 29
রামাযানে অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত : 30
নবীজী নিজেও তিলাওয়াত করতেন এবং সাহাবীদের থেকেও তিলাওয়াত শুনতেন:..................... 30
যারা তিলাওয়াত করে তাদেরকে আল্লাহর রহমত আচ্ছাদিত করে নেয়: 31
কুরআন তিলাওয়াত : যার প্রতি হরফে রয়েছে দশ নেকী: 32
উত্তমভাবে কুরআন তিলাওয়াতকারীগণ থাকবেন সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে: 33
তিলাওয়াতকারীদের জন্য কুরআন সুপারিশ করবে: 34
কুরআন তিলাওয়াতকারী : যার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া কাম্য: 35
যে তিলাওয়াত করে আর যে করে না তাদের দৃষ্টান্ত: 36
কুরআন ও চিন্তা-গবেষণা: 38
আল-কুরআন ও বিজ্ঞান: 41
কুরআন হাদিসের আলোকে স্বামী স্ত্রী''র সম্পর্ক: 47
প্রথমত, যে সব অধিকারের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সমান: 47
দ্বিতীয়ত, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য: 49
কুরআন হাদিসের আলোকে সন্তান সন্ততিকে লালন পালনের ফজিলত: 51
কুরআন ও হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব: 53
সালাত গোনাহ মার্জনার অন্যতম উপায় 55
সালাত কাযা করাকে "কুফরী" 56
কুরআন শিক্ষা না করার পরিণতি : 58
কুরআন তেলাওয়াতের আদব : 60
রেফারেন্স 65

আসমান-যমীনের মহান স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানবজাতির জন্য যে দ্বীনকে মনোনীত করেছেন-তাই হল ইসলাম। পবিত্র কুরআন হল এই দ্বীনের শাশ্বত সংবিধান। মানবজাতির চিরন্তন গাইডলাইন। এই গাইডলাইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করা এবং মানুষের মাঝে তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্যই আল্লাহ মুসলিম জাতির উত্থান ঘটিয়েছেন। এই চিরন্তন গাইডলাইনই মানবজাতির দুনিয়াবী ও পারলৌকিক জীবনে সফলতা-ব্যর্থতার একমাত্র মাপকাঠি। এজন্য কুরআন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক মুমিনের একান্ত অপরিহার্য এবং ফরয দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার যে, কুরআনের মর্যাদা অনুধাবনে ব্যর্থ হবার কারণেই হোক আর মরীচিকাময় দুনিয়াবী জীবনে শয়তানের ফেরেবে পড়ে হোক, পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন এবং অনুশীলন থেকে অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত গাফেল। এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে শতকরা কতজন সঠিকভাবে কুরআন পড়তে জানেন, যারা জানেন তাদের কতজন নিয়মিত পড়েন, যারা পড়েন কতটুকু অর্থ বুঝে পড়েন-এ সকল পরিসংখ্যান অনুসন্ধান করলে বড় ধরনের এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্রই যে ফুটে উঠবে, তা বিনা গবেষণায় বলে দেয়া যায়। মুসলিম জাতি হিসাবে এটা আমাদের জন্য কতটা বিপজ্জনক ও লজ্জাজনক হতে পারে তা সমাজের মানুষের ভয়াবহ আক্বীদা-আমলগত ত্রুটি-বিচ্যুতিই বলে দেয়। পবিত্র কুরআন একটি চিরন্তন, শাশ্বত, মহাগ্রন্থ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। এটি মহাসত্যের সন্ধানদাতা, সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক ইলাহী কিতাব।

তাই মুমিন হওয়ার জন্য জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের কুরআন শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত আমাদের জীবনে এত্ত ব্যাপক যা আমদের ভাবনার বাহিরে,আমরা যেই নেকির হিসেব কখনোও গুনে শেষ করতে পারবোনা।

- রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

‘যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয় সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।’

(সহীহ বুখারী: ৫০২৭)

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি কুরআন শেখার পাশাপাশি এর শিক্ষা দেয়া কতটা ব্যাপক। ইহকালিন জীবন তো অবশ্যই আমাদের পরকালিন অনন্ত জীবনের জন্যেও তা সাদাকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে ইনশাআল্লহ।

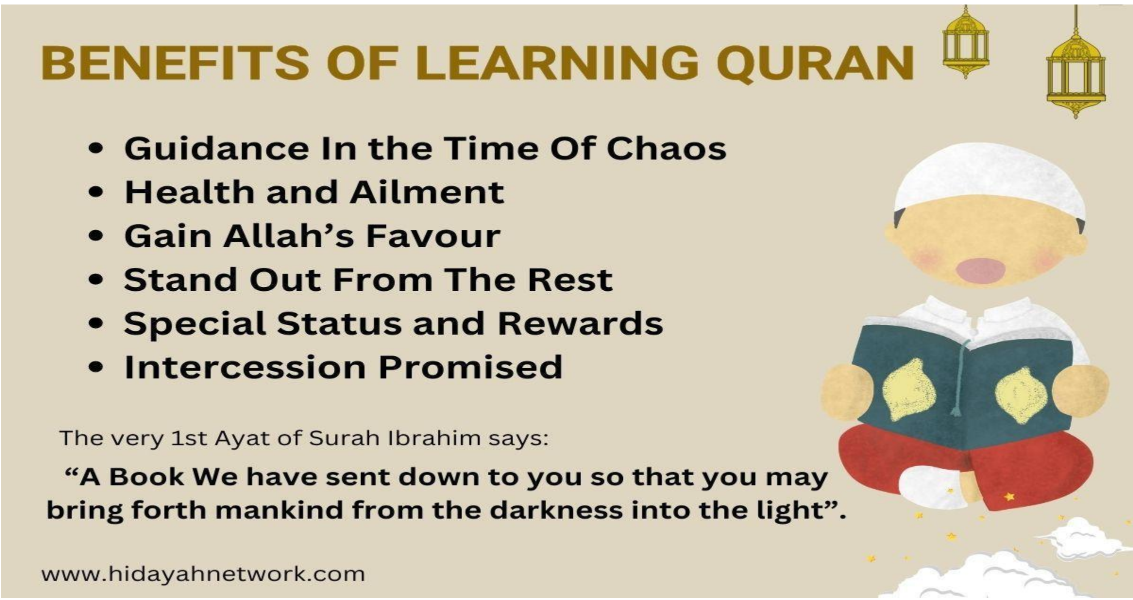

ভূমিকা:

কুরআন (القرآن): শব্দের অর্থ পঠিত, তেলাওয়াতকৃত। যা সবকিছুকে শামিল করে। আর কুরআনকে 'কুরআন' এজন্যই বলা হয় যে, তাতে শুরু-শেষ, আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম, প্রতিশ্রুতি-ধমক, শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, উপদেশ, দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুর ইঙ্গিত রয়েছে। আর সেইসাথে রয়েছে আয়াতগুলির একে অপরের সাথে অনন্য সমন্বয় ও সুসামঞ্জস্য। মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এসকল নবী -রাসূলদেরকে গাইডবুক হিসেবে সহীফা ও কিতাব দিয়েছেন। এসব কিতাব সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব হচ্ছে আল-কোরআন। পূবর্বর্তী কিতাবসমূহের উপরে ঈমান আনা এবং আল-কোরআনকে মেনে চলা মুসলিমদের উপরে আল্লাহ তায়ালা ফরজ করেছেন। আল-কোরআন এসেছে বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াতের সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য।

- আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًي لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰي وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۭ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۡ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰي مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ١٨٥

‘রমযান মাস, যাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদের্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।’ (সূরা আল-বাকারা-১৮৫)

- রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيْعُ الْعِلْمِ وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْدًا، وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيْثَةً تَفْتَحُ فِيْهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا -

‘তোমরা কুরআনকে আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি বিবেকের খোরাক, প্রজ্ঞার আলোকমালা, জ্ঞানের প্রস্রবন, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাধুনিক। আর আল্লাহ তাওরাতে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার উপর সর্বাধুনিক কিতাব নাযিল করেছি। যা অন্ধের দৃষ্টিকে, বধিরের শ্রবণশক্তিকে এবং অনুভূতিশূন্য বদ্ধ হৃদয়ের বোধশক্তিকে উন্মোচিত করবে।(*দারেমী হা/৩৩৭০, সনদ হাসান; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩১৭৩৮।)*

- হিদায়াতের এই কিতাব আল -কোরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ করা হয়েছে।
- আল-কোরআনের প্রথম বাণী হচ্ছে,

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۝

‘পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’ (সূরা আলাক-১)

এখানে ইক্বরা, অর্থ: পড়ো। এ আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসমুলিমকে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন তোমরা যিনার জন্য, বোঝার জন্য এবং সঠিকটা মেনে চলার জন্য পড়া-লেখা করো, অধ্যয়ন করো। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালা ফরজ করে দিয়েছেন।

- আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ، لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْر. ۝

যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমন ব্যবসার আশাবাদী, যা কখনও লোকসান হয় না, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী। -সূরা ফাতির (৩৫) : ২৯-৩০

তাই, আমাদের উপরে কর্তব্য আল-কোরআন ও ইলমে ফারায়েজ (উত্তারাধিকার আইন) শিক্ষা করা এবং এর আলোকে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্র পরিচালনা করা। আল-কোরআন শিক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত আল-কোরআন অধ্যয়ন করা, কোরআন জানা-বোঝার চেষ্টা করা পৃথিবীর সকল কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজ। কারণ এ কোরআনের মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবন পরিচালনা পদ্ধতি, হিদায়াতের সঠিক পথ। প্রত্যেক কাজ শুরু করার সময় রাসূল (সা.) বিসমিল্লাহ পড়ে (আল্লাহর নাম নিয়ে) শুরু করার কথা বলেছেন। তবে যেকোনো কাজ শুরু করার আগে ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম’ অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেননি। তবে একটি কাজ করার আগে স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, সেটা হলো আল-কোরআন তিলাওয়াত বা অধ্যয়নের সময়। এ সম্পর্কে

- আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে,

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۞

‘সুতরাং যখন তুমি কোরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও।’ (সূরা আন-নাহল-৯৮)

উদাহরণতঃ কারো অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে যে, “আউযুবিল্লাহি মিনাস শায়তানির রাজীম” পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়। [দেখুন, বুখারী ৩২৮২, মুসলিম ২৬১০]

- মুসলিম শরীফে আছে :

اَفَلَا يَغْدُوْا اَحَدُكُمْ اِلٰى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمُ مِنْ كِتَابِ اللهِ اٰيَتَيْنِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌلَّهُ مِنْ ثَلِاثٍ وَاَرْبَعٌ خَيْرٌلَّهُ مِنْ اَرْبَعٍ وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِل.

"তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে গিয়ে কুরআনের দুইটি আয়াত কেন শিক্ষা লাভ করে নেয় না? কুরআনের দুইটি আয়াত শিক্ষা করা দুইটি উট অপেক্ষা অধিক ভাল। এইরূপে তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা এবং চারটি আয়াত চারটি উট অপেক্ষা অধিক ভাল। এমনিভাবে যত সংখ্যক আয়াত হবে, তত সংখ্যক উট হতে অধিক ভাল।"

আল-কোরআনের এ বক্তব্য থেকে জানা যায়, শয়তান সকল কাজেই বান্দা কে কুমন্ত্রণা দেয়। তবে কোরআন অধ্যয়নের সময় শয়তান সবচেয়ে বেশি কুমন্ত্রণা দিয়ে মনোযোগ নষ্ট করার চেষ্টা করে। কোরআনের কথা যেন মানুষ বুঝতে না পারে, সে জন্য শয়তান শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে বথাকে। মুসলমানরা কোরআন থেকে দূরে সরে থাকলে শয়তান বেশি খুশি হয়। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা কোরআন অধ্যয়নের সময় শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলেছেন।

এজন্য আমাদের উচিত আল- কোরআন জানা ও বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করা। আল-কোরআন হিদায়াতের একমাত্র কিতাব আল-কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবাতার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব। এই কোরআনই বিশ্বের সকল মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে, হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করতে পারে।

- আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۙ

وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

'নিশ্চয় এ কোরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরপুস্কার। আর যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।'

(সূরা বনি ইসরাইল- ৯-১০)

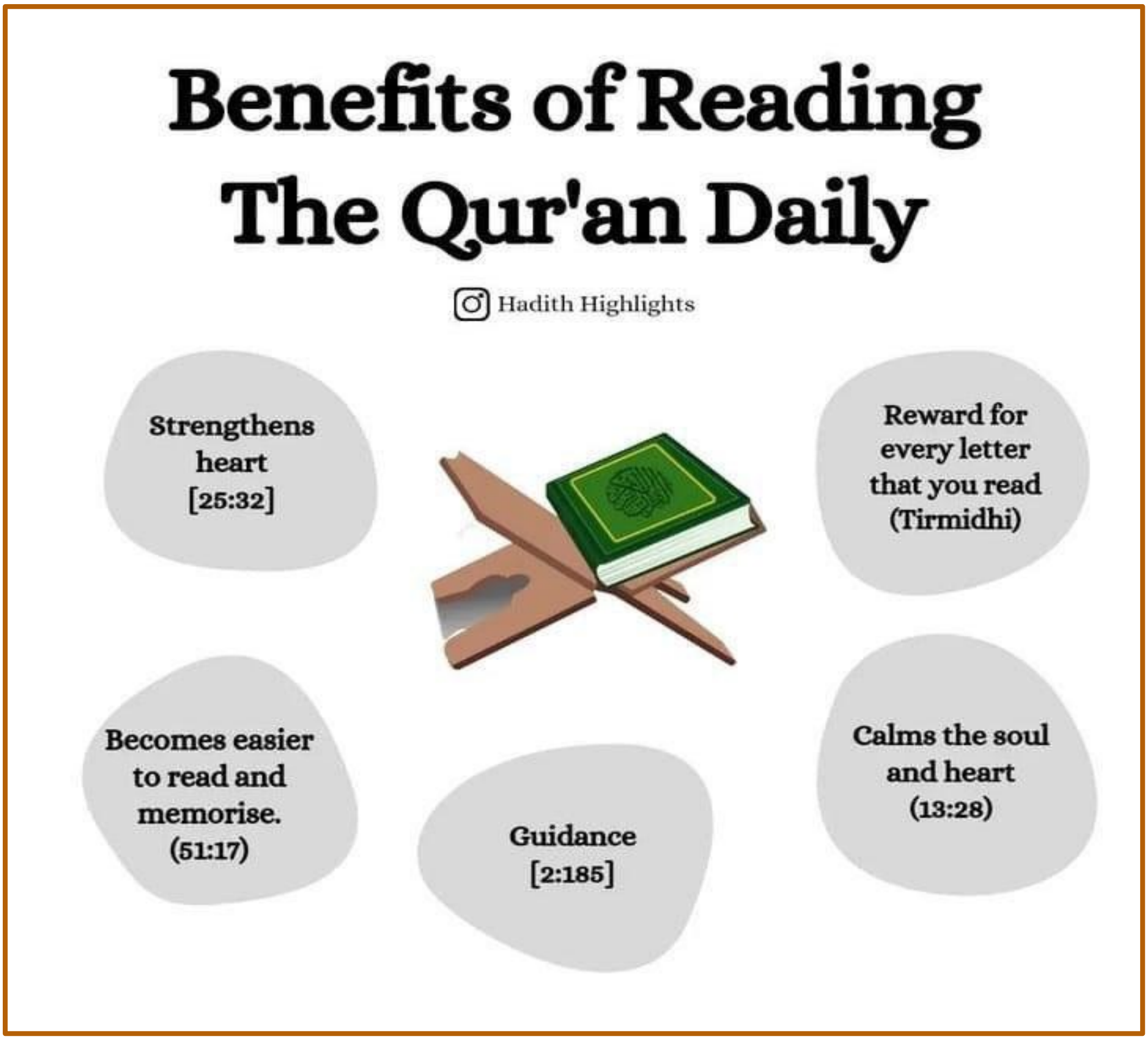

কুরআনের পরিচয় :

কুরআন শব্দটির ক্রিয়ামূল হল- قرأ। যার আভিধানিক অর্থ-পাঠ করা বা একত্রিত করা। সেই হিসাবে কুরআন শব্দের অর্থ হয়-যা পাঠকৃত বা একত্রিত। আর পরিভাষায়-আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার নামই আল-কুরআন।

কুরআনের বর্ণনায় কুরআনের পরিচয় :

পবিত্র কুরআন স্বয়ং নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেছে এভাবে-

- ‘এটি (আল্লাহর) কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত’ *(বাক্বারা ২)*।
- ‘আর আমি কুরআন নাযিল করেছি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্যকারী ও রহমতস্বরূপ’ *(বনী ইসরাঈল ৮২)*।
- ‘ইহা মানুষের জন্য পয়গাম। আর যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনি কেবল একক ইলাহ। আর যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(ইবরাহীম ৫২)*।
- ‘বল, ‘যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাজির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাজির করতে পারবে না যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়’ *(নিসা ৮৮)*।
- এ কুরআনকে যদি আমি পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তবে তুমি অবশ্যই তাকে দেখতে, আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ। মানুষের জন্য আমি এ উদাহরণগুলি পেশ করি;হয়ত তারা চিন্তাভাবনা করবে’ *(হাশর ৮১)*।

আল-কুরআন কি?

এ প্রশ্নের জবাব স্বয়ং কুরআনই দিয়েছে। কুরআনের ভাষায়–

إِنَّه ُلَقُرْآن ٌكَرِيمٌ فِي كِتَاب ٍمَّكْنُونٍ

‘নিঃসন্দেহ এটি তো এক সম্মানিত কুরআন,এক সুরক্ষিত গ্রন্থে। [সূরা ওয়াকিয়া : ৭৭-৭৮]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَإِنَّه ُلَكِتَاب ٌعَزِيز ٌ

‘নিশ্চয়ই এটি এক অপরাজেয় কিতাব।’ [সূরা হামীম আস-সাজদা : ৪১]

قَد ْجَاءَكُم مِّن َاللَّـه ِنُورٌ وَكِتَاب ٌمُّبِين ٌ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক আলোকবর্তিকা এবং এক উন্মুক্ত কিতাব।’ [সূরা মায়িদা : ১৫]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

‘এগুলো বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত।’[সূরা লুকমান : ২]

কুরআন শিক্ষা করা সহজ

যদিও এর ভাষা আরবী কিন্তু যারা কুরআন শিখতে চায় তাদের জন্য কুরআনকে আল্লাহ সহজ করে নাযিল করেছেন।

পবিত্র কুরআন শুধু তেলাওয়াত করে খতম করার জন্য অবতীর্ণ হয়নি। বরং আল্লাহ এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যেন তা নিয়ে গবেষণা করে বাস্তবে আমল করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

قال سبحانه: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴿٢٩﴾

এটি একটি বরকতময় কিতাব,যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে। (সূরা সাদ: ২৯)

এই আয়াত হতে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো জানতে পারলাম:

১। এটি আল্লাহর কিতাব যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন।

২। এটি বরকতপূর্ণ কিতাব, আর বরকত তখনই অর্জন হবে যখন তদানুযায়ী আমল করা হবে।

৩। বরকত বলা হয় সেই অতিরিক্ত বস্তুকে যা আমরা চোখে দেখি না, কিন্তু অনুভব করতে পারি।

৪। বরকতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে,“কল্যাণ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি।”কুরআন মজীদকে বরকত সম্পন্ন কিতাব বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, এটি মানুষের জন্য একটি অত্যন্ত উপকারী কিতাব। এ কিতাবটি তার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বোত্তম বিধান দান করে। এর বিধান মেনে চলায় মানুষের লাভই হয় কেবল, কোনো প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

আয়াতের দ্বিতীয় শেষ অংশ:

لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

অর্থাৎ: যাতে মানুষ এর আয়াতসূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।

- **কুরআনের বিভিন্ন নাম :**
- কুরআনের বেশ কিছু নাম রয়েছে। যেমন- হুদা (পথনির্দেশক), যিকর (উপদেশ বাণী), ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী), নূর (আলো), বুরহান (প্রমাণ), হাকীম (মহা জ্ঞানপূর্ণ), ইত্যাদি। যেমন কুরআনে এসেছে,

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

- ‘তিনি বরকতময় যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) নাযিল করেছেন যেন তা জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে’ *(ফুরকান ১)*।
- **পবিত্র কুরআনের বিশেষত্বসমূহ :**
- ***১. কুরআন আল্লাহ প্রেরিত কিতাব :*** আল্লাহ তা‘আলা যুগে যুগে মানবতার হেদায়াতের জন্য যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন সেগুলোকে আসমানী কিতাব বলা হয়। আল-কুরআন হল সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- ‘নিশ্চয় এ কুরআন বিশ্ব জাহানের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে *(শু‘আরা: ১৯২)*।
- ***২. কুরআন হল নূর বা আলো :*** অজ্ঞতার নিকষ কৃষ্ণাধারে দিকভ্রান্ত মানবজাতিকে পথের সন্ধান দেয়ার জন্য চিরন্তন দেদীপ্যমান আলোকবার্তা বা নূর হল আল-কুরআন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

‘অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আলো ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করে

এবং নিজ অনুমতিতে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হেদায়াত দেন' *(মায়িদাহ ১৫-১৬)*।

- ***৩. কুরআন মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক :*** মানবজাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবন কীভাবে পরিচালিত হবে, তার খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন –

- وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

- 'আমি তোমার নিকট এই কিতাব নাযিল করেছি সবকিহরর সুস্পষ্ট বর্ণনা সহকারে। আর এটা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণকারীদের জন্য হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ' *(নাহল: ৮৯)*।

- ***৪. কুরআন যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত :*** পবিত্র কুরআন যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত এবং অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون

- 'নিশ্চয় আমি উপদেশবাণী তথা কুরআন নাযিল করেছি এবং নিঃসন্দেহে এর হেফাযতকারী আমি নিজেই' *(হিজর: ৯)*। আল্লাহ আরো বলেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

- 'তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত' *(নিসা: ৮২)*।

- ***৫. কুরআন রামাযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে :*** পবিত্র কুরআন রামাযান মাসের লাইলাতুল ক্বদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان

- 'রামাযান এমন মাস যাতে নাযিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যা বিশ্বমানবতার জন্য হেদায়েত ও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা এবং হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্যবিধানকারী' *(বাক্বারাহ: ১৮৫)*।

- ***৬. কুরআন মুমিনদের জন্য রহমত :*** কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবে নাযিল করা হয়েছে। যারা এ কুরআন পড়বে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে তারা আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

- ‘আর আমি কুরআন নাযিল করেছি যা মুমিনদের জন্য শেফা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়’ *(বনী ইসরাঈল: ৮২)*।

- ***৭. কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস :*** কুরআন মাজীদ সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। এতে বর্ণিত সবকিছুরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيم ‘ইয়া-সীন, বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ’ *(ইয়াসীন ১-২)*।

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

- ‘বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে তা (কুরআন) সুস্পষ্ট নিদর্শন *(আনকাবুত: ৪৯)*।

- ***৮. কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য চ্যালেঞ্জ :*** কুরআনের মত কোন কিতাব মানুষ বা অন্য কোন সৃষ্টির পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। প্রায় পনেরশত বছর পূর্বের এই চ্যালেঞ্জ আজ পর্যন্ত কেউ মুকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি। আর কিয়ামত পর্যন্ত কেউ সক্ষমও হবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

- ‘বল, যদি মানব ও জ্বিন জাতি সবাই মিলে একত্রিত হয় যে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ কিছুর আনয়ন করবে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ কিছুরই আনয়ন করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়’ *(বনী ইসরাঈল: ৮৮)*।

- ***৯. কুরআন জীবন্ত মু‘জিযা :*** মক্কার কাফের-মুশরিকরা যখন রাসূল (ছাঃ)কে তাঁর নবুয়তের সত্যতা স্বরূপ মু‘জিযা দেখাতে বলল, তখন আল্লাহ নাযিল করলেন,

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِم

- ‘তাদের জন্য (কাফেরদের) এই কিতাবই কি (মু‘জিযা হিসাবে) যথেষ্ট নয়, যা তাদের সম্মুখে পাঠ করা হয়? (সুরা আনকাবুত: ৫১)

- অর্থাৎ এই কুরআন নিজেই তো একটি জীবন্ত মু‘জিযা এবং নবুওতের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ মানবজাতির জন্য।
- ***১০. কুরআন শিক্ষা সহজ :*** কুরআনকে আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতির জ্ঞানলাভের জন্য সহজতর করে দিয়েছেন। কুরআনের ঘোষণা-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ۝

- ‘আর আমি তো কুরআন শেখার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশগ্রহণকারী আছে কি?’ *(আল-ক্বামার: ১৭)*।

- **কুরআনের প্রতি মানুষের হক্ব :**

পবিত্র কুরআন কোন সাধারণ গ্রন্থ নয়। এটা এমন এক গ্রন্থ যা আল্লাহ রাববুল আলামীন বিশ্ব মানবতার হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। অতএব কুরআনের প্রকৃত হক্ব আদায় করার জন্য মানুষের উপর অবশ্য পালনীয় কিছর কর্তব্য রয়েছে। যা নিম্নরূপ-

- **১. কুরআন শিক্ষা ফরয :** প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন পড়া জানতে হবে। যে নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবী করবে, তাকে অবশ্যই কুরআন শিক্ষা করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা কুরআন শিক্ষা করা ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝

- ‘পড় তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন’ *(আলাক: ১)*। আল্লাহ আরো বলেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

- ‘আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে *(ছোয়াদ: ২৯)*।
- উম্মতকে কুরআন শিক্ষার নির্দেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر رجل يباهى به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله

- ‘তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং কুরআনকে আল্লাহ্র নিকট জান্নাত লাভের অসীলা বানিয়ে নাও, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন মানুষ দুনিয়াবী স্বার্থে কুরআন শিখবে। কেননা তিন প্রকার মানুষ কুরআন শিক্ষা করে-(১) ঐ ব্যক্তি যে তা নিয়ে গর্ব-অহংকার প্রকাশ করে। (২) ঐ ব্যক্তি যে তা দিয়ে পেট চালাতে চায়। (৩) যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই তা পাঠ করে *(বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৮)*।
- তিনি আরো বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآن وَعَلَّمَه ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যে কুরআন নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়’ *(বুখারী, মিশকাত ২১০৯)*।
- **২. কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া :** কুরআন শুধু শিক্ষা করাই যথেষ্ট নয়; বরং কুরআনের শিক্ষাকে নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতে হবে। আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা কি কুরআন পড়নি? كان خلقه القرآن ‘তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন’ *(আহমাদ হা/২৪৬৪৫)*। আলী (রাঃ) বলেন,

اعْمَلُوا بِهِ ، فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَوَافَقَ عِلْمُهُ عَمَلَهُ ، وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم ۝

- ‘হে কুরআন বহনকারী! বা হে জ্ঞানী! তুমি কুরআনের উপর আমল কর, কেননা ইলম আমলের উপর নির্ভরশীল। কুরআনের ইলমের সাথে তোমার আমলকে

মিলিয়ে নাও। কেননা অচিরেই এমন সম্প্রদায়ের অবির্ভাব হবে যারা জ্ঞানের অধিকারী হবে বটে; কিন্তু তাদের জ্ঞান তাদের কণ্ঠনালীও অতিক্রম করবে না' *(দারেমী হা/৩৮২, সনদ ত্রুটিযুক্ত)*।

- **৩. কুরআনের শিক্ষাকে প্রচার করা :** কুরআনের শিক্ষাকে প্রচারের জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه ُ

- 'হে রাসূল! আপনার প্রভুর পক্ষ হতে আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা (মানুষের কাছে) পৌঁছে দিন এবং যদি আপনি না করেন তবে আপনি তাঁর রিসালাত পৌঁছালেন না *(মায়েদা:৬৭)*।' এ নির্দেশের আলোকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কুরআনের প্রচার-প্রসারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। উম্মতকেও এ দায়িত্ব পালনের জন্য জোর তাক্বীদ দিয়ে তিনি বলেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে (আল্লাহ্র বাণী) পৌঁছিয়ে দাও, যদি একটি আয়াতও হয় (তবুও)' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

- **৪. কুরআন নিয়মিত তেলাওয়াত করা :** কুরআন তেলাওয়াত একটি বড় ইবাদত। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বহু স্থানে কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত নিয়ে আলোচিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে দীর্ঘ সময় ধরে কুরআন তেলাওয়াতে রত থাকতেন। আবু হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে রাতের ছালাত আদায় করলাম। এসময় তিনি এক রাক'আতেই সূরা বাক্বারা, আলে ঈমরান ও নিসা পড়েন *(নাসাঈ হা/১০০৯, ছহীহ)*। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ- قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا- نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا- أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

- 'হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর, তবে কিছর অংশ ব্যতীত। রাতের অর্ধেক কিংবা তারচেয়ে কিছরটা কম কর। অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন তেলাওয়াত কর *(মুয্যাম্মিল: ১-৪)*।

- **৫. কুরআনকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা:** কুরআনকে অবশ্যই কুরআনের মর্যাদা দিতে হবে। কুরআনকে সর্বদা উঁচু স্থানে রাখতে হবে। কেননা কুরআন অন্যান্য গ্রন্থের মত নয়। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب ‘যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই’ *(হজ্জ: ৩২)*। সুতরাং কিতাব খোলা রেখে গল্পগুজব করা বা উঠে যাওয়া অসম্মানজনক কাজ। মানুষের হৈ-হল্লা হয় এমন স্থানেও কুরআন তেলাওয়াত বাজানো ঠিক নয়। কিতাবের পৃষ্ঠা মুড়া বা অহেতুক দাগাদাগি করাও ঠিক নয়। আল্লাহ বলেন,

  وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون
- ‘আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমরা রহমত লাভ কর’ *(আ‘রাফ: ২০৪)*।
-

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত :

(১) কুরআন তেলাওয়াত এক চিরস্থায়ী লাভজনক ব্যবসা : কুরআন তেলাওয়াত আল্লাহর সাথে বান্দার একটি লাভজনক ব্যবসা। বিভিন্ন ব্যবসায় লাভ এবং ক্ষতি দুটিরই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এখানে লাভ ছাড়া কোন প্রকার ক্ষতির অংশ নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন

-إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُون تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُور (30)

‘যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, ছালাত কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার, যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো অধিক দান করবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(ফাতির: ২৯-৩০)*।

(২) অফুরন্ত ছওয়াব অর্জন : কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিরাট ছওয়াব অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। এর সাথে অনেক উপকারিতাও রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلْفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকী প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকী দশটি নেকীর সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩৭)*।' এছাড়া নির্ধারিত সময় ও দিনে কুরআনের বিশেষ বিশেষ আয়াত পাঠে বহু ফযীলত নিহিত রয়েছে। যেমন যদি কোন ব্যক্তি শুক্রবারে সূরা কাহাফ পড়ে, তবে তা পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টুকু তার জন্য আলোকিত করে রাখে (অর্থাৎ তার ছওয়াব ও কল্যাণ সে লাভ করে) *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৭৫, হাসান)*।

(৩) কুরআনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সর্বোত্তম ব্যক্তি : কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভূত কল্যাণ অর্জন করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়' *(বুখারী, মিশকাত ২১০৯)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشُقُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

'কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি পুণ্যবান, সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে, আর যে ব্যক্তি কষ্টের সাথে বারবার চেষ্টা করে কুরআন পড়ে, তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২)*।

(৪) কুরআন তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে : 'কেয়ামতের ভয়াবহ দিনে কুরআন তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে। এটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِه

'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর, কারণ কুরআন কিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০)*।

(৫) কুরআন পড়া উত্তম সম্পদ অর্জন : কুরআন পড়া বা শিক্ষা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকা পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ অর্জন করার সমতুল্য। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কেন সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্র কুরআন হতে দুটি আয়াত পড়ে না বা শিক্ষা

দেয় না? তাহলে সেটি তার জন্য দুটি উট লাভ করার চেয়ে উত্তম হবে। তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা উত্তম। চারটি আয়াত চার উট অপেক্ষা উত্তম। অনুরূপ আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে উটের সংখ্যা অপেক্ষা উত্তম *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১০)*।

(৬) কুরআন তেলাওয়াত ঈমান বৃদ্ধি করে : কুরআন তেলাওয়াত বান্দাহ্র জন্য এমন উপকারী যে, তা তেলাওয়াত করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

'মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে' *(আনফাল: ২)*। কুরআনে আরো এসেছে,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

'যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে। তারাই এর প্রতি ঈমান এনেছে' *(বাক্বারা: ১২১)*।

(৭) কুরআন শিক্ষা অন্তরের প্রশান্তি : মানব জীবনে অর্থ বা অন্যান্য কারণে জাগতিক তৃপ্তি আসলেও প্রকৃত তৃপ্তি ও শান্তি লাভ কুরআন শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে,

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

'যারা ঈমান আনে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্র যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায় *(রা'দ: ২৮)*।

(৮) কুরআনের ধারক-বাহক ঈর্ষণীয় ব্যক্তি : কোন ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তার হক আদায় করে তেলাওয়াত করলে তার সাথে ঈর্ষা করা যাবে অর্থাৎ তার মত হওয়ার আকাঙ্খা করা যাবে, যাকে গিবতাহ বলা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

'একমাত্র দুই ব্যক্তির উপর ঈর্ষা করা যায়। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের ইলম দান করেছেন, সে দিবা-রাত্রি ঐ কুরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকে...*(মুত্তাফাক আলাইহ হা/২০২)*।

(৯) জান্নাত লাভ : প্রত্যেক মুমিনের সর্বোচ্চ কামনা হল জান্নাত লাভ। কুরআন শিক্ষা করা মানুষের জন্য জান্নাত লাভের কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -- وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ ِ

'ছিয়াম ও কুরআন কিয়ামাতের দিন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে...কুরআন বলবে, হে আমার রব! আমাকে অধ্যয়নরত থাকায় রাতের ঘুম থেকে আমি তাকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। তিনি বলেন, অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩)*।

(১০) কুরআন শিক্ষাগ্রহণকারী ও শিক্ষাদানকারী শ্রেষ্ঠ :

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ রয়েছেন। সকল শ্রেণী ও পেশার লোকদের চাইতে কুরআন শিক্ষাগ্রহণকারী ও শিক্ষাদানকারীগণ সর্বশেষ্ঠ মানুষ হিসাবে পরিগণিত। ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه -ُ

'তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه -ُ 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিখায়'।অতএব কুরআন নিয়মিত তেলাওয়াত করতে হবে এবং এর সঠিক মর্ম অনুধাবন করে তদনুযায়ী জীবন গঠন করতে হবে।

উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের একাধিক ব্যক্তিকে একই কবরে দাফন করা হয়। আর সবের্বাচ্চ কুরআন হিফযকারীকে রাসূল (ছাঃ) আগে কবরে নামানোর নির্দেশ দিলেন। যেমন জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ
الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِّلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْد -ِ

'নবী করীম (ছাঃ) উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের দু'জনকে একই কাপড়ে একত্রিত করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কুরআনে অধিক বিজ্ঞ কে? যখন তাদের কোন

একজনের প্রতি ইশারা করা হ'ল, তখন তিনি তাকেই আগে কবরে নামানোর নির্দেশ দিলেন'। অত্র ঘটনায় কুরআনে পারদর্শিতা অর্জনের সম্মান বর্ণিত হয়ে যা জীবিত ও মৃত সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।

(১১) প্রকৃত কুরআনধারীরাই আল্লাহওয়ালা:

কুরআন তেলাওয়াত করা এবং তার আয়াতগুলি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা ও সেগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহওয়ালা হওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে কতিপয় আল্লাহওয়ালা রয়েছেন। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তারা আবার কারা? তিনি বলেন,أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُه- 'কুরআন ওয়ালারাই প্রকৃত আল্লাহওয়ালা এবং তাঁর নিকটতর'।

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবেসে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে, স্বয়ং আল্লাহ তাকে ভালবাসেন এবং তাকে তাঁর নিকটবর্তী হিসাবে গণ্য করেন।

(১২) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী আইন-কানূন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআনই চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গৃহীত। এতেই মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সকল অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ও ঘটনার বিবরণ রয়েছে। কুরআন আল্লাহর কিতাব। এর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা ইবাদত। এটি মানুষের যাবতীয় কল্যাণের উৎস। তার থেকে দূরে সরে যাওয়ার মাধ্যমেই মানুষ অকল্যাণে নিপতিত হয়। কুরআনের মাধ্যমে বিবিধ কল্যাণের দ্বার উন্মোচিত হয়, যা একজন ব্যক্তিকে ক্রমাগত আরও কিছু অনুসন্ধান করার পথ দেখায়, যাতে সে এর মাধ্যমে উভয় জাহানে সম্মানিত হয়। আর কুরআন তেলাওয়াতকারীর উপর কল্যাণ বর্ষিত হয়। কেননা পবিত্র কুরআন পঠিত কোন সাধারণ বইয়ের মতো নয়। এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী। যা তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট গোটা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন। যেন এর মাধ্যমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পরিচালিত করেন। তাই নিম্নে পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাতের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

(১৩) কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিন মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময় ছাহাবায়ে কেরামকে নানা উদাহরণের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। যেমনটি তিনি অন্যান্য মুমিনের চাইতে কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার সময় শিক্ষা দিয়েছিলেন। আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُر -ٌّ

‘যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে, সে হ’ল উৎরুজ্জা ফলের (কমলালেবুর) ন্যায়। ফলটি সুগন্ধিযুক্ত এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে না, তার উদাহরণ হ’ল খেজুরের ন্যায়। যার ঘ্রাণ নেই কিন্তু সুস্বাদু। আর যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে, সে হ’ল রায়হানা (লতানো) ফুলের ন্যায়। যা সুগন্ধিযুক্ত, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে না, সে হ’ল মাকাল (লতানো লেবুজাতীয় তিক্ত) ফলের ন্যায়। যার ঘ্রাণ নেই এবং স্বাদও তিক্ত’।

(১৪) কুরআন তেলাওয়াতকারীর দুনিয়াবী মর্যাদা :

কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তির মর্যাদা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে বৃদ্ধি পায়। নাফে‘ বিন আব্দুল হারিছ (রাঃ) উসফান নামক স্থানে ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলেন। ওমর (রাঃ) তাকে কর্মকর্তা হিসাবে মক্কায় নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর তিনি নাফে‘কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মক্কা ও ত্বায়েফের উপত্যকাবাসীদের জন্য কাকে তোমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছ? তিনি বললেন, ইবনু আবযাকে। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ইবনু আবযা? তিনি বললেন, আমাদের আযাদকৃত গোলামদের একজন। ওমর (রাঃ) বললেন, فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ ‘তুমি একজন ক্রীতদাসকে তাদের জন্য তোমার স্থলাভিষিক্ত করেছ?’ নাফে‘ বললেন, إِنَّهُ قَارِئٌ لِّكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، قَاضٍ، ‘তিনি মহান আল্লাহর কিতাবের একজন বিজ্ঞ আলেম, ফারায়েয শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ বিচারক’। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাদের নবী (ছাঃ) যথার্থই বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ- ‘এই কিতাবের অনুসরণের

মাধ্যমে আল্লাহ অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং কুরআন পরিত্যাগকারীদের অবনত করেন’।

উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হ’ল যে, আল্লাহ প্রেরিত কুরআনের উপর ঈমান ও আমলের বদৌলতে মানুষ উচ্চমর্যাদা লাভ করতে পারে। আর কুরআন বিমুখ হ’লে মানুষ উভয় জগতে হবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

(১৫) একটি আয়াত তেলাওয়াতের ফযীলত :

প্রতিদিন মসজিদে গিয়ে কুরআনের ১টি বা দু’টি মাত্র আয়াত শিখলে বহু নেকী লাভ হয়। যেমন উক্ববা বিন আমের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَّغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِىَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِى غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ نُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ : أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ -ِ

‘তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন পসন্দ করে যে, সে প্রতিদিন সকালে মদীনার ‘বুতহান’ কিংবা মক্কার ‘আক্বীক্ব’ নামক স্থানে যাবে এবং সেখান থেকে কোন অন্যায় না করে কিংবা কোন প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে বড় বড় কুঁজবিশিষ্ট দু’টি উষ্ট্রী নিয়ে আসবে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! অবশ্যই আমরা তা পসন্দ করি। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দু’টি আয়াত শিখে অথবা তেলাওয়াত করে, যা তার জন্য দু’টি উটনীর চেয়ে উত্তম। আর তিন আয়াত তার জন্য তিনটি উটনীর চেয়ে উত্তম এবং চার আয়াত চারটি উটনীর চেয়ে উত্তম। এমনিভাবে যত আয়াত তেলাওয়াত করবে, সেগুলি তত উটনীর চাইতে উত্তম হবে। উপরোক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হ’ল যে, কুরআন মাজীদের প্রত্যেক আয়াত তেলাওয়াতকারীকে আল্লাহ এভাবে বিশাল প্রতিদান দিবেন।

উল্লেখ্য যে, ‘বুতহান’ নামক স্থানটি মদীনা থেকে সড়কপথে ১৮.৫ কি.মি. দূরবর্তী একটি উপত্যকা। আর ‘আক্বীক্ব’ ত্বায়েফের নিকটবর্তী একটি স্থান। যা ইরাকবাসীদের হজ্জের মীক্বাত; মক্কা থেকে উত্তর দিকে ‘যাতু ‘ইর্ক্ব’-এর সন্নিকটে ‘আক্বীক্ব’ মক্কা থেকে ৮৩.৩ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

(১৬) আসমান ও যমীনে উচ্চসম্মান অর্জন :

কুরআন নিঃসন্দেহে ইহকাল ও পরকালের উচ্চসম্মান অর্জনের সোপান। ফলে কুরআন তেলাওয়াতকারীর সুনাম আসমানে ও যমীনে ছড়িয়ে পড়বে। রাসূল (ছাঃ) বলেন

,عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ نُوْرٌ لَّكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَّكَ فِي السَّمَاءِ -

‘কুরআন তেলাওয়াতকে তুমি আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি তোমার জন্য যমীনে আলোকবর্তিকা ও আসমানে ধনভান্ডার স্বরূপ’।

অতএব যে ব্যক্তি স্বীয় হৃদয়কে কুরআনের দিকে ও আল্লাহর দিকে পরিচালিত করবে, মহান আল্লাহ তাকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। সেকারণে তেলাওয়াতকারীর কর্তৃত্ব ও প্রভাব তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবদিকে বিস্তৃত হয়। সুতরাং কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এবং তাঁর সৃষ্টির কাছে মহা সম্মানিত হয়।

(১৭) গাফেলদের তালিকা থেকে মুক্তি :

নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতে ঈমান মযবূত হয়। অন্তরের মরীচা বিদূরিত হয়। এমনকি উদাসীনতার কুহক থেকে মুক্ত হয়ে সোচ্চার ও শক্তিশালী মুমিনে রূপান্তরিত হওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,...

وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِين -

‘...আর যে ব্যক্তি রাতে একশ’টি আয়াত তেলাওয়াত করবে, গাফেলদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে না অথবা তার নাম বিনয়ীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে।

(১৮) তেলাওয়াতকারীর পাপ সমূহ নেকীতে পরিবর্তিত হয় : পৃথিবীর বুকে এমন কোন গ্রন্থ নেই, যা পাঠ করলে পাপসমূহ ক্ষমা করা হয় এবং তাদের কৃত পাপসমূহ নেকীতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করলে আল্লাহ তাকে যাবতীয় গোনাহ থেকে মুক্ত করবেন। কেননা আল্লাহকে স্মরণের অন্যতম মাধ্যম হ’ল কুরআন নিয়ে আলোচনা করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى ذِكْرٍ فَتَفَرَّقُوْا عَنْهُ إلاَّ قِيْلَ لَهُمْ : قُوْمُوْا مَغْفُوراً لَّكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَات -

‘যখন কোন জনসমষ্টি আল্লাহকে স্মরণের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় অতঃপর পৃথক হয়, তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পাপ থেকে ক্ষমাকৃত অবস্থায় দন্ডায়মান হও। কেননা তোমাদের পাপকে পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।

(১৯) ঈমানী জ্যোতির বিকিরণ :

জুম‘আর দিন সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করলে এক জুম‘আ থেকে পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত তার ঈমান শাণিত থাকে এবং এ সময়ের যাবতীয় ফিৎনা থেকে আল্লাহ তাকে হেফাযত করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, من قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْم الْجُمُعَة أَضَاء لَهُ النُّور مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْن - ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করে, তার ঈমানী জ্যোতির বিকিরণ থাকবে এক জুম‘আ থেকে পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত’।

(২০) প্রশান্তি অবতরণ : কুরআনে আছে শান্তির বার্তা। আছে রহমত প্রাপ্তির দিশা। যেমন বারা বিন আযেব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন

كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآن -

‘জনৈক ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করছিল এবং তার পাশে তার ঘোড়া রশি দ্বারা বাঁধা ছিল। এমন সময় একখন্ড মেঘমালা তাকে আচ্ছন্ন করল এবং তার নিকটবর্তী হ’তে লাগল। তখন তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। অতঃপর সে ব্যক্তি সকালে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল। তখন তিনি বললেন, তা ছিল আল্লাহর বিশেষ রহমত ও প্রশান্তি, যা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে নেমে এসেছিল’। উল্লেখিত হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহর বিশেষ রহমত ও প্রশান্তি নাযিল হয়। ফেরেশতারা কুরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য দল বেঁধে দুনিয়ায় নেমে আসেন।

(২১) আল্লাহর নৈকট্য অর্জন :

প্রত্যেক কর্মী তার কর্মের বিনিময় পেয়ে থাকে প্রত্যেক অধস্তন দায়িত্বশীল তার দায়িত্বের জন্য ঊর্ধ্বতনের কাছে দো‘আ, পারিতোষিক পেয়ে থাকেন। ঠিক অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ কুরআন তেলাওয়াতকারীদের জন্য তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের নিকট বিশেষভাবে আলোচনা করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُه -

‘আর যখন কোন জনসমষ্টি আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যকার কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং পরস্পর তা থেকে শিক্ষা অর্জন করে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, দয়া ও অনুগ্রহ তাদের আবৃত করে রাখে এবং আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের সাথে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেবে বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না’।

(২২) কুরআনের ধারক জাহান্নামে যাবে না :

কুরআনের ধারক-পাঠক জাহান্নামে দগ্ধীভূত হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يُعَذِّبَ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآن -

‘তোমরা কুরআন পাঠ কর। আর বাড়ীতে সংরক্ষিত কুরআন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। কেননা আল্লাহ ঐ অন্তরকে কখনোই শাস্তি দিবেন না, যা কুরআনের সংরক্ষক’। তিনি আরো বলেন, مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُبْشِر - ‘যে ব্যক্তি কুরআনকে ভালবাসে, সে যেন আনন্দিত হয়।

(২৩) তেলাওয়াতে সিজদার বিনিময় :

পবিত্র কুরআনে ১৫টি সিজদার আয়াত আছে। যেগুলো পাঠ করলে সিজদা করতে হয়। এ সিজদার অনেক ফযীলত রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيْلَهُ، وَفِى رِوَايَةٍ : يَا وَيْلِى أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّار -

‘আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদায় করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে হায়, দুর্ভাগ্য! অন্য বর্ণনায় রয়েছে হায়, আমার দুর্ভাগ্য! আদম সন্তান সিজদার জন্য আদিষ্ট হ’ল। অতঃপর সে সিজদা করল এবং এর বিনিময়ে সে জান্নাত পেল। আর আমাকে সিজদার আদেশ করা হ’ল, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হল’।

(২৪) সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের মর্যাদা লাভ :

দক্ষ তেলাওয়াতকারী ও অদক্ষ তেলাওয়াতকারীর ভিন্ন ভিন্ন ফযীলত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَان -

‘কুরআনে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে, কিন্তু আটকে যায় এবং তার জন্য তেলাওয়াত কষ্টকর হয়, তবে তার জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে’।

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ’ল যে, যারা দক্ষতার সাথে কুরআন তেলাওয়াত করতে সক্ষম তারা আমল লিপিবদ্ধকারী সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করবেন।

(২৫) কুরআন শাফা‘আতকারী :

পবিত্র কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তার তেলাওয়াতকারীর জন্য আল্লাহর নিকট শাফা‘আত করবে। আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اِقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اِقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَة-

‘তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীদের জন্য তা শাফা‘আতকারী হিসাবে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে আর তোমরা আলোকোজ্জ্বল দুই সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তেলাওয়াত কর। কেননা এ দু’টি ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে ছায়া দানকারী মেঘখন্ড সদৃশ ‘গামামা’ কিংবা ‘গায়ায়া’ অথবা ডানা প্রসারকারী পাখীর দু’টি ঝাঁকের ন্যায় একত্রিত হয়েছে। তারা তেলাওয়াতকারীদের পক্ষে যুক্তি পেশ করবে। তোমরা সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত কর। কেননা এটি তেলাওয়াতে বরকত রয়েছে এবং তা বর্জন করা আফসোসের কারণ। আর বাতিলপন্থী অলস লোকেরা এই আমল করতে সক্ষম নয়’।

নাউয়াস বিন সাম‘আন (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন

يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ، وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ : كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا -

‘ক্বিয়ামতের দিন কুরআন ও তদনুযায়ী যারা আমল করেছে তাদের উপস্থিত করা হবে আর সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান তার সামনে পেশ করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সূরা দু’টির জন্য তিনটি উদাহরণ পেশ করেছেন, যেগুলি আমি এখনও ভুলিনি। তিনি বলেন, সে দু’টি (১) মেঘখন্ডের ন্যায় (২) দু’টি কালো শামিয়ানার ন্যায়। যার মাঝে আলোকবর্তিকা রয়েছে (৩) সে দু’টি যেন ডানা বিস্তারকারী সারিবদ্ধ পাখীর দু’টি ঝাঁক। যারা তেলাওয়াত কারীদের পক্ষে দৃঢ়ভাবে যুক্তি উপস্থাপন করবে।

(২৬) ছিয়াম ও কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন :

ছিয়াম ও কুরআন মানুষকে সর্বদা নেকীর কাজে মশগূল রাখে। তাই ছিয়াম ও কুরআন বিশেষভাবে আল্লাহর নিকট ছায়েম ও কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন শাফা‘আত করবে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَان -ِ

‘ছিয়াম ও কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট শাফা‘আত করবে। ছিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনের বেলায় খানা-পিনা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা হ’তে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার শাফা‘আত কবুল কর। অন্যদিকে কুরআন

বলবে, আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার শাফা'আত কবুল কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের শাফা'আত কবুল করা হবে'।

(২৭) জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ :

কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতকারীর জন্য জান্নাতে সবের্বাচ মর্যাদা রয়েছে। কুরআনের পাঠক আয়াতসমূহ মুখস্থ রাখার সংখ্যা বরাবর জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا -

'কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কুরআন তেলাওয়াত কর এবং উপরে উঠতে থাকো। দুনিয়ায় তুমি যেভাবে ধীরে-সুস্থে তেলাওয়াত করতে, সেভাবে তেলাওয়াত করো। কেননা তেলাওয়াতের শেষ আয়াত সংখ্যায় জান্নাতে তোমার বাসস্থান হবে'।

(২৮) কুরআন মুখস্থ করার মর্যাদা :

পবিত্র কুরআন মুখস্থ করা ও সেটা সংরক্ষিত রাখা চূড়ান্ত ধৈর্য ও সর্বোচ্চ স্মৃতিশক্তির কাজ। এই অসাধ্য সাধনকারীদের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন

مَثَلُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ حَافِظٌ لَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهْوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَان -

'কুরআনের হাফেয ও তেলাওয়াতকারীগণ সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণের ন্যায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। অতি কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সর্বদা তেলাওয়াত করে কুরআনের হিফযকে সংরক্ষিত রাখে, সে দ্বিগুণ নেকী হাছিল করবে'।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন যখন কবর সমূহ বিদীর্ণ হয়ে সবাই পুনরুত্থিত হবে, তখন কুরআন তার পাঠকের নিকট বিপর্যস্ত এক ব্যক্তির অবয়বে উপস্থিত হয়ে বলবে

هَلْ تَعْرِفُنِي؟ أَنَا الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ وَأُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْد

َ◌ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ، لاَ يَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَيَقُولاَنِ : يَا رَبُّ، أَنَّى لَنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ لَهُمَا : بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآن ،َ◌

‘তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো? আমিই তোমাকে রজনীতে বিনিদ্র রেখেছি এবং দিবসে পরিশ্রান্ত করেছি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় মুনাফা অর্জন করে। আর তুমিও আজ পরকালের জন্য সম্পাদিত তোমার সকল ব্যবসার পূর্ণ মুনাফা অর্জন করবে। অতঃপর তার ডান হাতে রাজত্ব প্রদান করা হবে এবং বাম হাতে এর স্থায়িত্ব দেওয়া হবে। তার মাথায় সম্মানের রাজমুকুট পরানো হবে। সেই সাথে হাফেযের পিতা-মাতাকে দুই খন্ড পোষাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়ায় ইতিপূর্বে আর কারো জন্য তৈরী করা হয়নি। তখন তারা উভয়ে বলবে, এ পোষাক আমাদেরকে পরিধান করানো হ’ল কেন? তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার প্রতিদান স্বরূপ’।

(২৯) আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান :

কুরআন মাজীদের প্রকৃত বাহকের মর্যাদা সর্বাধিক। তাই হাফেযে কুরআন ও আলেমের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করা আবশ্যক। যেমন আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন

إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْه ُ◌،

‘বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলিম ও কুরআনের যথাযথ বাহক, যিনি তাতে সীমালঙ্ঘনকারী ও অবহেলাকারী নন, এমন ব্যক্তিকে সম্মান করা মূলতঃ আল্লাহরই প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত’।

মানব জীবনে কুরআন:

কুরআনের পরিপূর্ণ হেফাযত যরূরী :

পবিত্র কুরআনের যথার্থ হেফাযত করতে হবে। মুখস্থকৃত সূরা বা আয়াত বারবার তেলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন বিস্মৃতি থেকে দূরে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِّنَ الإِبِلِ فِى عُقُلِهَا-,

‘তোমরা কুরআনের যথাযথ হেফাযত ও সংরক্ষণ কর। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন, অবশ্যই উট তার রশি থেকে যেমন দ্রুত পালিয়ে যায় তার চেয়েও দ্রুত বেগে এ কুরআন চলে যায়’। অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি যত্নবান না হ’লে কুরআন স্মৃতি থেকে দ্রুত হারিয়ে যাবে।

রামাযানে অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত :

রামাযান মাসে হেরাগুহায় কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর (রামাযানে) জিব্রীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে একবার কুরআন পাঠের পুনরাবৃত্তি করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে দু’বার কুরআন পাঠ করেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘জিব্রীল (আঃ) রামাযান শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতি রাতেই রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন’। অতএব রামাযান মাসে অন্তত একবার পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করে শেষ করা উত্তম।

নবীজী নিজেও তিলাওয়াত করতেন এবং সাহাবীদের থেকেও তিলাওয়াত শুনতেন:

নবীজী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। হাদীস ও সীরাতের কিতাবে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। নামাযে, নামাযের বাইরে, রাতের আঁধারে, দিনের আলোতে সর্বাবস্থায় তিনি তিলাওয়াত করতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবীজী এত দীর্ঘ সময় তিলাওয়াত করতেন যে, তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত। (দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮১৯, ২৮২০)

রমযান মাসে হযরত জিবরীল আ.-কে নবীজী পূর্ণ কুরআন শোনাতেন এবং জিবরীল আ. থেকেও পূর্ণ কুরআন শুনতেন। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৬)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নিজে তিলাওয়াত করতেন তেমনি সাহাবীদের থেকেও তিলাওয়াত শুনতেন। একবার নবীজী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বললেন, তুমি আমাকে একটু তিলাওয়াত করে শোনাও তো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে তিলাওয়াত শোনাব, আপনার উপরই তো কুরআন নাযিল হয়েছে! নবীজী বললেন, আমার মনে চাচ্ছে, কারো থেকে একটু তিলাওয়াত শুনি! এ শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূরা নিসা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। পড়তে পড়তে যখন এ আয়াত পর্যন্ত আসলেন-

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۢ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا.

[সুতরাং (তারা ভেবে দেখুক) সেই দিন (তাদের অবস্থা) কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং (হে নবী), আমি তোমাকে ওইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব? -সূরা নিসা (০৪) : ৪১]

এতটুকু তিলাওয়াত করার পর নবীজী বললেন, ঠিক আছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নবীজী থামতে বলার পর আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৫৫, ৪৫৮২, ৫০৪৯)

যারা তিলাওয়াত করে তাদেরকে আল্লাহর রহমত আচ্ছাদিত করে নেয়:

কুরআন মাজীদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র কালাম। যারা আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করে, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা তথা তাদাব্বুর-তাফাক্কুর করে, কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে, কুরআন শিক্ষা দেয় এবং পারস্পরিক কুরআনের চর্চা করে আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। তাদের উপর বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন, তাদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেন এবং তাদের মর্তবা বুলন্দ করতে থাকেন। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

...وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرّحْمَةُ وَحَفّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

...আর যারা আল্লাহর ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পারস্পরিক কুরআনের চর্চা করে, তাদের প্রতি 'সাকীনা' তথা এক প্রকার বিশেষ প্রশান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর কাছের ফিরিশতাদের মাঝে তাদের আলোচনা করেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

আল্লাহ আমাদেরকে সেই মোবারক কাফেলায় শরীক করে নিন- আমীন।

কুরআন তিলাওয়াত : যার প্রতি হরফে রয়েছে দশ নেকী:

কুরআন কারীমের তিলাওয়াতে রয়েছে বহুবিধ কল্যাণ ও উপকারিতা। জাগতিক, পারলৌকিক, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক। পৃথিবীর বুকে কুরআন কারীম একমাত্র কিতাব, যার তিলাওয়াতে রয়েছে হরফে হরফে নেকী। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়ল তার জন্য রয়েছে একটি নেকী। আর একটি নেকী দশ নেকী সমতুল্য। নবীজী বলেন, আমি বলছি না যে, আলিফ লাম মীম- একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১০

অতএব আলিফ লাম মীম তিলাওয়াত করলে কমপক্ষে ত্রিশ নেকী লাভ হবে, ইনশাআল্লাহ। লক্ষ করার বিষয় হল, নবীজী দৃষ্টান্ত স্বরূপ আলিম লাম মীম উল্লেখ করেছেন। আর এটি এমন এক শব্দ, যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। বুঝা গেল, কুরআন মাজীদের অর্থ না বুঝে পড়লেও রয়েছে অনেক সওয়াব, অনেক ফায়দা। আর যদি কেউ বুঝে বুঝে উপলব্ধির সাথে কুরআন তিলাওয়াত করে তাহলে আল্লাহ তাকে আরো কত দেবেন, তা তো আল্লাহ পাকই ভালো জানেন!

কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলতের বিষয়টি হাদীসের এ বিবরণ থেকেও সুন্দর বুঝে আসে-

উকবা ইবনে আমের রা. বলেন, একবার আমরা সুফফায় অবস্থান করছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে এলেন। বললেন, আচ্ছা বল তো, কেউ বুতহান অথবা আকীকে গিয়ে উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট দুটি উটনী নিয়ে আসবে। কারো উপর জুলুম করে নয়। কোনো অপরাধ করে নয়। কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে নয়; খুবই ন্যায়সঙ্গতভাবে। তোমাদের কে আছে এমনটি চাইবে? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরকম হলে তো আমাদের সবাই তা চাইবে। নবীজী বললেন, মসজিদে গিয়ে ইলম শেখা অথবা কুরআনের দুটি আয়াত পড়া, সেই দুই উটনী অপেক্ষা উত্তম। তিন আয়াত পড়া তিন উটনী থেকে উত্তম। চার আয়াত পড়া চার উটনী থেকে উত্তম। (দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৩)

তৎকালীন আরবে উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট উটনী ছিল অনেক মূল্যবান সম্পদ। নবীজী পার্থিব এ মূল্যবান সম্পদের তুলনা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন পরকালীন বিবেচনায় কুরআনের একেকটি আয়াত পড়া-শেখা কত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

উত্তমভাবে কুরআন তিলাওয়াতকারীগণ থাকবেন সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে:

মুমিন হিসাবে সকলের কর্তব্য হচ্ছে সহীহ শুদ্ধভাবে উত্তমরূপে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা। আর এর রয়েছে অনেক বড় ফযীলতও। আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقّ، لَهُ أَجْرَانِ.

যারা উত্তমরূপে কুরআন পড়বে তারা থাকবে অনুগত সম্মানিত ফিরিশতাদের সাথে। আর যে কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে আটকে যায় এবং কষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৯৮

নবীজীর এ হাদীসটি একদিকে যেভাবে তিলাওয়াতে পারদর্শী ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী তেমনি কুরআন পড়তে যাদের কষ্ট হয়, মুখে আটকে আটকে যায়, তাদের জন্যও এ বাণী আশা সঞ্চারক এবং উৎসাহব্যঞ্জক। এ ধরনের ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে

হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী দ্বিগুণ সওয়াব। তিলাওয়াতের সওয়াব এবং তিলাওয়াতের জন্য যে কষ্ট হয় সেই কষ্টের সওয়াব। তাই যারা এখনো সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত শিখিনি, সাবলীল তিলাওয়াত করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি, তাদের হতোদ্যম হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে এবং দ্বিগুণ সওয়াব প্রাপ্তির আশায় মেহনত ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আর এভাবে চেষ্টা করতে করতে যখন তিলাওয়াত সাবলীল হয়ে যাবে তখন তো কথাই নেই- আল্লাহর নেককার ফিরিশতাদের সঙ্গী হবে, ইনশাআল্লাহ।

তিলাওয়াতকারীদের জন্য কুরআন সুপারিশ করবে:

যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে কুরআন কারীমকে নিজের সঙ্গী বানাবে কিয়ামতের দিন কুরআন তাকে ভুলবে না। কিয়ামতের সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তে কুরআন তাকে সঙ্গ দেবে এবং তার জন্য সুপারিশ করবে। আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ.

তোমরা কুরআন পড়। কেননা কিয়ামতের দিন কুরআন তার 'ছাহিবের' জন্য সুপারিশ করবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৪

কুরআনের ছাহিব কে? মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, 'ছাহিবে কুরআন' বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যিনি কুরআন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকেন। কুরআনের হেদায়েত ও বার্তাগুলো গ্রহণ করেন। কুরআনের বিধানগুলো আমলে নেন। কুরআনের হিফয করেন। মোটকথা কুরআনই থাকে তার জীবনের আরাধনা। (দ্রষ্টব্য : কূতুল মুগতাযী আলা জামিইত তিরমিযী ২/৭৩২)

অতএব আমাদের 'কুরআনের ছাহিব' বা কুরআনওয়ালা হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। আর কুরআনের ছাহিব হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হচ্ছে ইহতিমামের সাথে তিলাওয়াত করা। আল্লাহ আমাদের এমন তিলাওয়াতের তাওফীক দান করুন, যার মাধ্যমে আমরা 'ছাহিবে কুরআন'-এর মাঝে পরিগণিত হব- আমীন।

কুরআন তিলাওয়াতকারী : যার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া কাম্য:

সচেতন ব্যক্তি মাত্রই যেকোনো কল্যাণ লাভে ঈপ্সিত থাকে। একজন সচেতন মুমিনের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। অপরের ভালো দেখে সে তার ধ্বংস কামনা করে না; বরং সে অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা নেয়। আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلاَنٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلاَنٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

কারো সাথেই হিংসা নয়, তবে দু'জন এর ব্যতিক্রম। প্রথমজন হল, আল্লাহ একজনকে কুরআন শেখার তাওফীক দিয়েছেন। ফলে সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। তার প্রতিবেশী তা শুনতে পেয়ে আফসোস করে বলল, হায় সে যেমন কুরআন পড়ে আমি যদি তেমন পারতাম, তাহলে তো তার মতো আমিও আমল করতাম!

অপরজন হল, আল্লাহ একজনকে সম্পদ দিয়েছেন। সেগুলো সে ন্যায়ের পথে খরচ করে। তা দেখে একজন বলল, হায় আমারও যদি তার মতো সম্পদ থাকত তাহলে আমিও তার মতো খরচ করতে পারতাম। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৬, ৪৭৩৮

কুরআন মাজীদ এত মহিয়ান নিআমত যে, আল্লাহ যাকে এ নিআমত দান করেন আর এর শুকরিয়া আদায় স্বরূপ দিবারাত্রি তা তিলাওয়াত করে- এমন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হয়। আর এমন ব্যক্তিকে দেখে অনুপ্রাণিত হতে স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহিত করছেন।

প্রতি মাসে চাই কমপক্ষে একবার কুরআন খতম করা

মুমিনের দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় নির্ধারিত থাকবে কুরআন তিলাওয়াত ও তাফাক্কুর-তাদাব্বুরের (কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও তা থেকে উপদেশ গ্রহণের) জন্য। দিনের সূচনা তিলাওয়াতের মাধ্যমে হলে তো আরো ভালো কথা। এটা বরকতের ব্যাপারও বটে। তবে যাইহোক প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ তিলাওয়াত রুটিনে থাকা চাই।

সবচে সুন্দর হয় যদি মাসে অন্তত একটি খতম করা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসে একবার খতম করতে বলেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি এরচে বেশি পারব। নবীজী বললেন, তাহলে বিশ দিনে খতম করো। তিনি বললেন, আমি আরো বেশি পড়তে পারব। নবীজী বললেন, তাহলে সাত দিনে খতম করো। এরচে বেশি পড়তে যেয়ো না। (দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫৯; সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৭৬৭, ৫০৫৪)

এজন্য সাহাবায়ে কেরাম সাধারণত সাত দিনে কুরআন খতম করতেন। তবে কম হিম্মতওয়ালাদের জন্য নবীজী সহজ করে বলেছেন মাসে একবার খতম করতে। কাজেই আমরা যদি প্রতিদিন অন্তত এক পারা তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলি তাহলে সহজেই মাসে এক খতম হয়ে যায়। আর এই এক পারা একসাথে পড়াও জরুরি না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আগে-পরে অল্প অল্প করে তিলাওয়াত করলেও তো এক পারা তিলাওয়াত হয়ে যায়।

প্রতিদিন কত সময় তো কত কাজে কেটে যায়! অপ্রয়োজনীয় কত ব্যস্ততায়ও তো চলে যায় কত সময়! কিন্তু তিলাওয়াতের মতো গুরুত্বপূর্ণ আমলের জন্য বের হয় না কিছু সময়। আসলে প্রয়োজন শুধু একটু সদিচ্ছা ও পরিকল্পনা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক নসীব করুন- আমীন।

যে তিলাওয়াত করে আর যে করে না তাদের দৃষ্টান্ত:

নেককার-বদকার সবার জন্যই আল্লাহর কালাম। যে নিয়মিত তিলাওয়াত করে, যে করে না সবার জন্যই কুরআন। আমি চেষ্টা করব তিলাওয়াতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে, বরং আমার চেষ্টা থাকবে ‘ছাহিবে কুরআন’ হওয়ার। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই শ্রেণিকে উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে (এবং সে অনুযায়ী আমল করে) সে উতরুজ্জা ফলের মতো, যার স্বাদও ভালো ঘ্রাণও সুন্দর। আর যে কুরআন পড়ে না সে খেজুরের মতো। যার স্বাদ ভালো,

তবে কোনো ঘ্রাণ নেই। আর যে বদকার ব্যক্তি কুরআন পড়ে সে রায়হানা সুগন্ধির মতো, যার ঘ্রাণ তো মোহনীয়, তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে বদকার ব্যক্তি কুরআন পড়ে না সে হানযালা ফলের মতো, যার স্বাদও তেতো, আবার কোনো সুবাসও নেই। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২০

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

تَعَلّمُوا القُرْآنَ فَاقْرَءُوهُ وَأَقْرِئُوهُ، فَإِنّ مَثَلَ القُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوحُ بِرِيحِهِ كُلّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُ وكِئَ عَلَى مِسْكٍ.

তোমরা কুরআন শেখ। অতঃপর তা পড় এবং পড়াও। কেননা যে ব্যক্তি কুরআন শিখল এরপর তা পড়ল এবং রাতে (তাহাজ্জুদের) নামাযে তা তিলাওয়াত করল, সে ব্যক্তি এমন পাত্রের মতো, যা মেশক আম্বর দিয়ে পূর্ণ, যা সর্বত্র সুগন্ধি ছড়ায়। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিখে শুয়ে থাকল এ ব্যক্তি এমন পাত্রের ন্যায়, যা মেশক ভরে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। (ফলে তা থেকে আর সুগন্ধি বিকরিত হয় না।) -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৮৭৬

এ হল কুরআন শিখে তিলাওয়াত করা আর না করার পার্থক্য। তিলাওয়াতে কুরআন কারীম এমন এক আমল, যার মাধ্যমে কুরআনের সাথে সম্পর্কের সূচনা হয়। এর মাধ্যমে কালামুল্লাহর সুবাস বিকরিত হয়। ঘ্রাণে ঘ্রাণে তা শুভ্র-সতেজ করে তোলে মুমিনের দেহমন। আলোড়িত করে তার মন-মনন। কাজেই কুরআন শিখে তা না পড়া অনেক বড় অপরাধ। আর একজন ঈমানদার বান্দা, যে আল্লাহ ও রাসূল এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, এমন ব্যক্তি আল্লাহর কালাম সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত করতে পারবে না, তা তো কল্পনাই করা যায় না।

আফসোসের বিষয় হল, যেই মুসলমানের ঘর কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হওয়ার কথা ছিল সেখানে অনেক ঘর এমন পাওয়া যায় যেখানে পুরো বছর কুরআন শরীফ কেবলই আলমারির শোভা হয়ে থাকে। রমযান এলে আবার মনে পড়ে কালামুল্লাহর কথা। এটা অত্যন্ত আপত্তির বিষয়। মুমিনের জীবন তো আবর্তিত হবে কুরআনকে ঘিরে। কুরআন থেকে সে আলো গ্রহণ করবে। সে আলোতে পথ দেখবে।

তবেই তো গন্তব্যের দেখা মিলবে! তাই আসুন, কুরআনের আরো ঘনিষ্ঠ হই। পরিবার পরিজন, সন্তান সন্ততি, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও অধীনস্তসহ সবাইকে কুরআনের কাছে থেকে কাছে আনার ফিকির করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন।

কুরআন ও চিন্তা-গবেষণা:

কুরআন দুটি উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে

১। চিন্তা ও গবেষণা করা

২। উপদেশ গ্রহণ করা

চিন্তা ও গবেষণার অর্থ হলো:

আমরা বার বার তেলাওয়াত করবো, যেভাবে বিজ্ঞান শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র পড়ে থাকি, খবরের কাগজের মত না।

গবেষণার পূর্বে কিতাবের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে, যে এটি বিজ্ঞানপূর্ণ কিতাব, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

গবেষণা করলে কুরআন নাযিলের মর্ম অনুধাবন হয়।

উপদেশ গ্রহণ করার অর্থ

১।কুরআনে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

২।বিধানাবলীকে জীবন পরিচালনার পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করা।

গবেষণার পূর্বে কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক বোঝা দরকার।এখানে ৪টি বিষয় লক্ষণীয়

কুরআন আমাদেরকে সরাসরি বলছে,

কুরআন আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলছে,

কুরআন মীমাংসা করার কথা বলে,

কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্কটা বুঝতে হবে।

সরাসরি বলতে বুঝায়

যখনই আমরা কুরআন তেলাওয়াত কিংবা শ্রবণ করি, আমরা বলে থাকি এটি আল্লাহর কিতাব। এর অর্থ হলো, যে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করছেন। যখন আমরা এ কথা বুঝলাম যে, আল্লাহ আমাদেরকেই বলছেন। আমাদের এটাও মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ দেখছেন, তার বান্দা কুরআন শুনে কি করে? অর্থাৎ কুরআন শোনে আমল করে কি না?

ব্যক্তিগতগত বলতে বুঝায়

আমরা যে আয়াত তেলাওয়াত করি কিংবা শ্রবণ করি, তখন এই অনুভূতি নিয়ে তেলাওয়াত করা বা শোনা দরকার যে, এই আয়াতটি আমার জন্য। এমন না যে, এই আয়াত কাফেরদের জন্য, অমুক আয়াত মুনাফিকদের জন্য, অমুক আয়াত মদীনাবাসীর জন্য, আর অমুক আয়াত মক্কাবাসীর জন্য। বরং এভাবে গবেষণা করতে হবে যে, এই আয়াতে আমার জন্য কি শিক্ষা রয়েছে, আমি এখান থেকে কিভাবে হেদায়াত পেতে পারি।

মীমাংসিত বলতে বুঝায়

প্রতিটি খাদ্যে বা দানায়, খাদকের নাম লেখা রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, সবকিছুই ভাগ্যলিপিতে লিখা রয়েছে। তাহলে বলতে পারি, যে প্রতি আয়াতে তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারীর নাম লিখা রয়েছে।

সম্পর্ক বলতে বুঝায়

কুরআন আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যখনই কুরআন পড়া হয় বা শ্রবণ করা হয়, তখনই আমাদেরকে কোন না কোন দিক দির্দেশনা দিয়ে থাকে। কেননা আল্লাহর উপদেশ অনর্থক হতে পারে না। আমাদের চিন্তা ভাবনা করা দরকার যে, হে আল্লাহ আজ আমাকে এই আয়াত কেন শোনালেন?

গবেষণার জন্য ৪টি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত

১। মনোযোগ

২। বুঝা

৩। চিন্তা-ভাবনা

৪। অনুভূতি-বোধ

মনোযোগ: চোখ, কান, শরীর, মন, মগজ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কুরআন বুঝার জন্য মনোযোগী করতে হবে।

পুরো আয়াত যদিও বুঝে না আসে, তবুও মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে, যতটুকু বুঝে আসে তা আমল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

বুঝা: কুরআন বুঝে না আসলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গীকার করতে হবে, আজ থেকে কুরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখবো।

চিন্তা-ভাবনা: যখনই কোন নিদর্শনের আলোচনা বা ঐতিহাসিক বিষয় আসে, সেখানে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

অনুভূতি-বোধ: যেখানে পুরস্কারের আলোচনা হয়, সেখানে ভালোভাবে অনুভূতিসহ পড়বে, জান্নাতের আলোচনার স্থানে আগ্রহ বাড়িয়ে দিবে, আর জাহান্নামের আলোচনা আসলে, ভয় অনুভব করবে।

ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন। আর যখন কোন একদল লোক আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং তার উপর শিক্ষামূলক আলাপ-আলোচনা করে, তখন তাদের উপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) এক মহাপ্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবৃত করে রাখে। আর ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছন দিকে টানবে, বংশ গৌরব তাকে আগে বাড়াতে পারবে না। (অর্থাৎ ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্য হল ইলম অনুসারে আমল করা। সুতরাং যে আমল করবে না তার ইলম কিংবা বংশ মর্যাদা তাকে আল্লাহর নিকট পৌঁছাতে পারবে না।) (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

আল-কুরআন ও বিজ্ঞান:

পবিত্র কোরআন সর্বপ্রথম নাযিল হয় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। পবিত্র কোরআনের বিষয়বস্তু ২৩ বছরের বেশি সময় ধরে প্রধান ফেরেশতা জিব্রাইল আলাইহিস সালাম দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই আধ্যাত্মিক ধর্মগ্রন্থটি ইসলামের কেন্দ্রীয় ধর্ম পাঠ্য এবং মানবজাতির জন্য নির্দেশনার উৎস।

কোরআন একটি অলৌকিক গ্রন্থ যেখানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আগে বিজ্ঞানের কিছু বিখ্যাত অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করে। পবিত্র বইটি থিওরি অফ রিলেটিভিটি, বিগ ব্যাং, থিওরি জেনেটিক্স, ব্ল্যাক হোলস এবং আরো অনেক কিছুর ওপর তথ্য দেয়। বোঝা যায় যে কোরআন ও বিজ্ঞান একে অপর থেকে বিছিন্ন নয়। যাই হোক এটা বলা নিরাপদ যে জটিল ঘটনা গুলি কেবল কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং বিজ্ঞান বইটির তথ্যের একটি নিছক প্রমাণ।

১) কোরআনে বিগ ব্যাং থিওরির তথ্য-

মহাবিশ্বের উৎপত্তির তত্ত্বটি কোরআনে উল্লেখ করা বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১০০ বছর আগে পর্যন্ত এটি বিশ্বাস করা হয়েছিল যে মহাবিশ্বের কোন স্রষ্টা নেই এবং সর্বদা বিদ্যমান। কিন্তু আলবার্ট আইনস্টাইন তার ক্ষেত্র সমীকরণ অধ্যায়নের সময় এই বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যখন তিনি এই তথ্যটি উপস্থাপন করেছিলেন, যে মহাবিশ্ব একটি প্রসারিত শক্তি যা বেলুনের মতো বেড়ে চলেছে। পরবর্তীতে একজন গণিতবিদ ও বেলজিয়ামের যাজক প্রস্তাব করেছিল যে সম্প্রসরণটি অবশ্যই একটি প্রাথমিক ও ঘন বিন্দু থেকে শুরু হয়েছিল।এই পবিত্র কোরআন অস্তিত্ব হয়েছিল বিগ ব্যাং থিওরির কয়েক শতাব্দীর আগে যা এই ধারণাটি বিশদ বিবরণ দেয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেনঃ-

اَوَ لَمۡ یَرَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ کَانَتَا رَتۡقًا فَفَتَقۡنٰہُمَا ؕ وَ جَعَلۡنَا مِنَ الۡمَآءِ کُلَّ شَیۡءٍ حَیٍّ ؕ اَفَلَا یُؤۡمِنُوۡنَ ۝

যারা কুফরী করে তারা কি ভাবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল অতঃপর আমি উভায়কে পৃথক করে দিলাম, আর আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? (আল বায়ান)

رتق শব্দের অর্থ বন্ধ হওয়া, আর فتق এর অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি رتق ও فتق কোন কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। সে হিসেবে আয়াতের অনুবাদ এই দাঁড়ায় যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি।

মোটকথাঃ এ শব্দগুলো থেকে যে কথা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, বিশ্ব-জাহান প্রথমে একটি পিণ্ডের আকারে ছিল। পরবর্তীকালে তাকে পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা ইত্যাদি স্বতন্ত্র জগতে পরিণত করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে বন্ধ হওয়ার অর্থ আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া এবং খুলে দেয়ার অর্থ এতদুভয়কে খুলে দেয়া। (কুরতুবী) (তাফসিরে জাকারিয়া)

২) মহাসাগরীয় বিবভাগের উল্লেখ-

দুই মহাসাগরের মিলনকে কনফ্লাক্স(Conflux) বলা হয়। দুটি সমুদ্র মিলিত হয় তখন তাদের জল, তাপমাত্রা, রঙ এবং ঘনত্বের মতো পৃথক বৈশিষ্ট্য গুলি ধরে রাখে। যদিও এই আবিষ্কারটি সম্প্রতিক। পবিত্র কোরআন তার অনুচ্ছেদে এই ঘটনা সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করেছে।

مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَان بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَان} سورة الرحمان{20-19 –

তিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেন, যারা পরস্পর মিলিত হয, উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক আড়াল যা তারা অতিক্রম করতে পারেনা। (আল বায়ান)

مَرَجَ এর অর্থ প্রবাহিত ও এর আভিধানিক অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত ছেড়ে দেয়। بَحْرَيْنِ বলে মিটা ও লোনা দুই দরিয়া বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এই অপর শক্তি প্রকাশ করার জন্যই এখানে বলা হয়েছে যে, উভায় দরিয়া বা নদী পরস্পরে মিলিত হয়, কিন্তু উভয়ের মাঝখানে আল্লাহর কুদরতের একটি অন্তরাল থাকে, যা দূর পর্যন্ত তাদেরকে মিশ্রিত হতে দেয় না। (কুরতুবি ইবনে কাসীর)

৩) উল্কাপিন্ডের মধ্যে আয়রন (লোহা)-

অয়ালরাথের মতে, লোহা এমন কোনো উপাদান নয় যা প্রাকৃতিকভাবে পৃথিবীতে উপস্থিত ছিল। গবেষণায় বলা হয়েছে যে বিলিয়ন বছর আগে, একটি উল্কা পৃথিবীতে আঘাত করেছিল এবং এই উল্কাপিণ্ডে লোহা অবস্থিত ছিল এবং আমাদের গ্রহের সংস্পর্শে আসার পর যখন এটি বিস্ফোরিত হয়, তখন পৃথিবী লোহা পেয়েছে।

যেটি বহু বছর আগে কোরআনে উল্লেখ করা আছে যে:-

وَ اَنْزَلْنَا الحَدِيْدَ فِيْهِ بَأسٌ شَدِيْدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَّنْصُرُه وَ رُسُلُه بِالغَيْبِ اِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيْز }سورة الحديد{25

আমি আরো নাযিল করেছি লোহা, তাতে প্রচন্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। আর যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসুলদেরকে সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।(আল বায়ান)

এখানে অবতীর্ণ করার অর্থ সৃষ্টি করা ও তার শিল্পকাজ শেখানো।

৪) মেঘ গঠন- আমরা ছোটবেলা থেকে অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এই মেঘ গঠনের সম্পর্কে পড়ে আসছি। কিন্তু এই মেঘ গঠনের সম্পর্কে বহু শতাব্দীর আগে কোরআনে উল্লেখ করা আছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেন:-

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلْهُ رُكَامًا فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِن خِلالِهِ و يُنَزِّلُ مِن السَّمَاءِ مِن الجِبَالِ فِيْهَا مِنْ بَرْدٍ فَيُصِيْبُ بِه مَنْ يَشَاءَ وَ يَصْرَفُهُ عَنْ مَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِه يَذْهَبُ بالأَبْصَارِ{سورة النور{43-

তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ মেঘলাকে পরিচালিত করে,ন তারপর তিনি সেগুলিকে একত্রে জুড়ে দেন, তারপর সেগুলো স্তপীকৃত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্যে থেকে বৃষ্টির বের হয়। আর তিনি আকাশে স্থির মেঘমালার পাহাড় থেকে শিলা বর্ষণ করেন। তারপর তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন। আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা সরিয়ে দেন। এর বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টি শক্তি প্রায় কেড়ে নেই। {আল বায়ান}

একটি অনুবাদে প্রকাশ হয়েছে যে আসমানে শিলার পাহাড় আছে, যেখান থেকে শিলা বর্ষণ করেন। (ইবনে কাসির)

جبال জিবাল এর অর্থ হল পাহাড়ের সমতুল্য বড় বড় টুকরো। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালা কেবলমাত্র আসমান থেকে কেবল বৃষ্টি বর্ষণ করে না বরং উঁচু থেকে যখন ইচ্ছা বড় বড়

বরফের টুকরো বর্ষণ করেন। কিম্বা পাহাড় সদৃশ বিশাল বিশাল মেঘখন্ড হতে শিলা বর্ষণ করেন।(ফাতেহুল কাদিরা)

৫) কোরআনে ব্যথার অনুভব-

দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাস করা হয়েছিল যে অনুভূতি এবং ব্যথা অনুভূতি মস্তিষ্কের কারণে। কিন্তু সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে যে আমাদের ত্বকে ব্যথা হওয়ার জন্য রেসেপ্টর(receptor) রয়েছে। যার কারণে আমরা ব্যথা এবং যন্ত্রণা অনুভব করি। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় যে এর ব্যাপারে কোরআনে আগে থেকেই ইঙ্গিত দিয়েছে।আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا } سورة النساء{56-

যারা আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাব। যখন তার চর্ম বিদগ হবে, আমি তৎপরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তন করে দিব। যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত, হিকমাতের অধিকারী (মুজিবুর রহমান)।

এখানে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি ও আযাবের ভয়াবহতা, তাঁর বিরতিহীনতা এবং তার একধারে অব্যাহত থাকার বর্ণনা। কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত উক্তিতে এসেছে যে, চামড়ার এই পরিবর্তনের কাজ দিনে কয়েক শতবার হবে। যেহেতু উষ্ণতা ও দগ্ধের জ্বালা ত্বকেই বেশি অনুভূতি হয়, তাই মহান আল্লাহর এই ব্যবস্থা। (তাফসীরে আহসানুল বায়ান) এবং এই অনুচ্ছেদটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে আমরা আমাদের ত্বকের কারণে ব্যথা অনুভব করি।

৬) মহাসাগরের অভ্যন্তরীণ তরঙ্গ-

সমুদ্র বিজ্ঞানীরা জলাশয়গুলি অধ্যয়ন করার সময় আবিষ্কার করেছিলেন যে শুধুমাত্র সমুদ্রের পৃষ্ঠে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় যেটি পরবর্তীকালে ভুল ধারণা হয়ে গবেষণেরা বিশ্বাস করেন। বাস্তবে তরঙ্গগুলি জলের পৃষ্ঠের নিচে অভ্যন্তরীণবভাবে উপস্থিত থাকে এবং যখন মহাসাগরীয় দেহের নিচের অংশটি কোনও রকমের বাধার সম্মুখীন হওয়াতে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এই প্রতিবন্ধকতা জলের শরীরে একটি ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং দলনের দিকে নিয়ে যায়।

কিন্তু আশ্চর্য বিষয় যে কোরআন-এর সম্পর্কেও বলে থাকে-

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ { سورة النور{40 -

অথবা তাদের আমলসমূহ গভীর সমুদ্রে ঘনিতূত অন্ধকারের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে ঢেউয়ের উপরে ঢেউ, তার উপরে মেঘমালা।

৭) পানি-

মাইক্রোস্কোপ(Microscope) আবিষ্কারের পরেই বৈজ্ঞানিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সমস্ত জীবন্ত জিনিস বেশিরভাগই জল দ্বারা গঠিত।

কিন্তু পবিত্র কোরআনে বহু শতাব্দি আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে-:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلاَ يُؤْمِنُون} سورة الأنبياء{30 -

আর আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? (আল বায়ান)

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল (সাঃ) এর কাছে আরয করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি যখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তু সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন। উত্তরে তিনি বললেন, প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে। (তাফসীরে জাকারিয়া)

৮)আকাশের সুরক্ষা-

সূরা আল-আম্বিয়া তে আল্লাহ তাআলা বলেন:-

وَ جَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَحْفُوظًا وَ هُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُون }سورة الأنبياء {30 -

আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ রূপে নির্মাণ করি। কিন্তু তারা আকাশের নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সুরক্ষিত ছাদ অর্থাৎ পৃথিবীর জন্য সুরক্ষিত ছাদ। অথবা এই অর্থে সুরক্ষিত যে, আল্লাহ তাকে পৃথিবীর উপর পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। নাহলে আকাশ যদি পৃথিবীর উপর ভেঙ্গে পড়ে তাহলে পৃথিবীর সমস্ত শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে পড়বে।)তাফসীরে আহসানুল বায়ান(

এটি বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা সত্য যে আকাশ তার সমস্ত গ্যাস ও সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে পৃথিবী এবং এতে উপস্থিত জীবনকে রক্ষা করে। কোন প্রতিরক্ষামূলক স্থান না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে যেত কারণ পৃথিবীর তাপমাত্রা -২৭০ পয়েন্ট ৫৫৬ ডিগ্রী সেলসিয়াসে হিমাঙ্কিত হবে যা মহাকাশের তাপমাত্রার সমান।

কোরআন একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। যেটি নাযিল হয় হুযুর (সাঃ) এর উপর। আজ বিজ্ঞান (science) তিনাদের গবেষণার মাধ্যম দিয়ে সম্প্রকিত তথ্য গবেষণা করে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্জ বিষয় যে সেই সমস্ত ব্যাপারে কোরআনের মধ্যে আগে থেকেই উল্লেখ করা আছে। এই থেকে বুঝা যাই যে কোরআনে যা কিছু রয়েছে সবি সত্য এবং বিজ্ঞান বইটির তথ্যের একটি নিছক প্রমাণ।

প্রসঙ্গ

উদাহরণ আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবার ও ফ্যামিলি। সেখানেও আমরা মানবিক দোষ-ত্রুটির চিত্র দেখতে পাই, অন্য পরিবারের পবিত্রতা কোথায় ?

জ্ঞানী-গুণীজনের স্বভাব ভেবে-চিন্তে কাজ করা, ত্বরা প্রবণতা পরিহার করা, ক্রোধ ও প্রবৃত্তিকে সংযমশীলতার সাথে মোকাবিলা করা।কারণ, তারা জানে যে কোন মুহূর্তে ক্রোধ ও শয়তানের প্ররোচনায় আত্মমর্যাদার ছদ্মাবরণে মারাত্মক ও কঠিন গুনাহ হয়ে যেতে পারে।যার পরিণতি অনুসূচনা বৈকি? আবার এমনও নয় যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত কল্যাণ ও সুপথ বান্দার নখদর্পে করে দিয়েছেন। তবে অবশ্যই তাকে মেধা, কৌশল ও বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে।

কুরআন হাদিসের আলোকে স্বামী স্ত্রী''র সম্পর্ক:

বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একটি সুদৃঢ় বন্ধন। আল্লাহ তাআলা এর চির স্থায়িত্ব পছন্দ করেন, বিচ্ছেদ অপছন্দ করেন। এরশাদ হচ্ছে:

وَ كَيۡفَ تَاۡخُذُوۡنَهٗ وَ قَدۡ اَفۡضٰی بَعۡضُكُمۡ اِلٰی بَعۡضٍ وَّ اَخَذۡنَ مِنۡكُمۡ مِّیۡثَاقًا غَلِیۡظًا

'তোমরা কীভাবে তা (মোহরানা) ফেরত নিবে ? অথচ তোমরা পরস্পর শয়ন সঙ্গী হয়েছ এবং তোমাদের নিকট সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।' [নিসা : ২১]

এ চুক্তিপত্র ও মোহরানার কারণে ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে কতক দায়দায়িত্ব ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। যা বাস্তবায়নের ফলে দাম্পত্য জীবন সুখী ও স্থায়ী হবে—সন্দেহ নেই। সে সব অধিকারের প্রায় সবগুলোই সংক্ষেপ আকারে বর্ণিত হয়েছে কোরআনের আয়াতে:

وَ اِنۡ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ

'যেমন নারীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমন তাদের জন্যও অধিকার রয়েছে ন্যায্য-যুক্তিসংগত ও নীতি অনুসারে। তবে নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষদের। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [বাকারা : ২২৭]

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে। যদিও আনুগত্য এবং রক্ষনা-বেক্ষন ও অভিভাবকত্বের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষদের।এখানে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে বিরাজমান কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার স্তর ও মানের ভিত্তিতে উল্লেখ করছি।

প্রথমত, যে সব অধিকারের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সমান:

১. দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক সততা, বিশ্বস্ততা ও সদ্ভাব প্রদর্শন করা

যাদের মাঝে নিবিড় বন্ধুত্ব, অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক, অধিক মেলামেশা, সবচেয়ে বেশি আদান-প্রদান তারাই স্বামী এবং স্ত্রী। এ সম্পর্কের চিরস্থায়ী রূপ দিতে হলে ভাল চরিত্র, পরস্পর সম্মান, নম্র-ভাব, হাসি-কৌতুক এবং অহরহ ঘটে যাওয়া ভুলচুক ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা

অবশ্যম্ভাবী। এবং এমন সব কাজ, কথা ও ব্যবহার পরিত্যাগ করা, যা উভয়ের সম্পর্কে চির ধরে কিংবা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন:

وَ لَيۡسَتِ التَّوۡبَةُ لِلَّذِيۡنَ يَعۡمَلُوۡنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰۤى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الۡمَوۡتُ قَالَ اِنِّىۡ تُبۡتُ الۡـٰٔنَ وَ لَا الَّذِيۡنَ يَمُوۡتُوۡنَ وَ هُمۡ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمًا

'তাদের সাথে তোমরা সদ্ভাবে আচরণ কর।' [নিসা : ১৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদের মাঝে যে নিজের পরিবারের কাছে ভাল, সেই সর্বোত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে ভাল।' [ইবনে মাজাহ : ১৯৬৭]

পরস্পর সদ্ভাবে জীবন যাপন একটি ব্যাপক শব্দ। এর মাঝে সমস্ত অধিকার বিদ্যমান।

২ পরস্পর একে অপরকে উপভোগ করা

এর জন্য আনুষঙ্গিক যাবতীয় প্রস্তুতি ও সকল উপকরণ গ্রহণ করা। যেমন সাজগোজ, সুগন্ধি ব্যবহার এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ দুর্গন্ধ ও ময়লা কাপড় পরিহার ইত্যাদি। স্বামী স্ত্রী প্রত্যেকের এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা। অধিকন্তু এগুলো সদ্ভাবে জীবন যাপনেরও অংশ।ইবনে আব্বাস রা. বলেনঃ 'আমি যেমন আমার জন্য স্ত্রীর সাজগোজ কামনা করি, অনুরূপ তার জন্য আমার নিজের সাজগোজও পছন্দ করি।'

তবে পরস্পর এ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য উভয়কেই হারাম সম্পর্ক ও নিষিদ্ধ বস্তু হতে বিরত থাকতে হবে।

৩ বৈবাহিক সম্পর্কের গোপনীয়তা রক্ষা করা

সাংসারিক সমস্যা নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা না করাই শ্রেয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে উপভোগ্য বিষয়গুলো গোপন করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সর্ব-নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং যার সাথে তার স্ত্রী মিলিত হয়, অতঃপর সে এর গোপনীয়তা প্রকাশ করে বেড়ায়।' [মুসলিম : ২৫৯৭]

৪ পরস্পর শুভ কামনা করা, সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়া

আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করা। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে অপর থেকে উপদেশ পাওয়ার অধিক হকদার।দাম্পত্য জীবন রক্ষা করা উভয়েরই

কর্তব্য।আর এর অন্তরভূক্ত হচ্ছে, পরস্পর নিজ আত্মীয়দের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করা ।

সন্তানদের লালন-পালন ও সুশিক্ষার ব্যাপারে উভয়েই সমান, একে অপরের সহযোগী। আল্লাহ তাআলা বলেন: 'তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা কর।' [মায়েদা : ২]

দ্বিতীয়ত, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য:

সুখকর দাম্পত্য জীবন, সুশৃঙ্খল পরিবার, পরার্থপরতায় ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন অটুট রাখার স্বার্থে ইসলাম জীবন সঙ্গিনী স্ত্রীর উপর কতিপয় অধিকার আরোপ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে প্রদত্ত হল।

১. স্বামীর আনুগত্য

স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য। তবে যে কোন আনুগত্যই নয়, বরং যেসব ক্ষেত্রে আনুগত্যের নিম্ন বর্ণিত তিন শর্ত বিদ্যমান থাকবে।

(ক) ভাল ও সৎ কাজ এবং আল্লাহর বিধান বিরোধী নয় এমন সকল বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়।

(খ) স্ত্রীর সাধ্য ও সামর্থ্যরে উপযোগী বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা। কারণ আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে অতিরিক্ত দায়িত্বারোপ করেন না।

(গ) যে নির্দেশ কিংবা চাহিদা পূরণে কোন ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, সে ব্যাপারে স্বামীর আনুগত্য করা।

আনুগত্য আবশ্যক করে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 'নারীদের উপর পুরুষগণ শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী।' [বাকারা : ২২৭]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعۡضَهُمۡ عَلٰی بَعۡضٍ وَّ بِمَاۤ اَنۡفَقُوۡا مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلۡغَیۡبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِیۡ تَخَافُوۡنَ نُشُوۡزَهُنَّ فَعِظُوۡهُنَّ وَ اهۡجُرُوۡهُنَّ فِی الۡمَضَاجِعِ وَ اضۡرِبُوۡهُنَّ ۚ فَاِنۡ اَطَعۡنَکُمۡ فَلَا تَبۡغُوۡا عَلَیۡهِنَّ سَبِیۡلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیۡرًا

'পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বকারী। কারণ আল্লাহ তাআলা-ই তাদের মাঝে তারতম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের বিধান রেখেছেন। দ্বিতীয়ত পুরুষরাই ব্যয়-ভার গ্রহণ করে।' [নিসা : ৩৪]

উপরন্তু এ আনুগত্যের দ্বারা বৈবাহিক জীবন স্থায়িত্ব পায়, পরিবার চলে সঠিক পথে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামীর আনুগত্যকে এবাদতের স্বীকৃতি প্রদান করে বলেন— 'যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজান মাসের রোজা রাখে এবং নিজের লজ্জাস্থান হেফাজত করে ও স্বীয় স্বামীর আনুগত্য করে, সে,নিজের ইচ্ছানুযায়ী জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে।' [আহমাদ : ১৫৭৩]

স্বামীর কর্তব্য, এ সকল অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করা। স্ত্রীর মননশীলতা ও পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে সত্য-কল্যাণ ও উত্তম চরিত্রের উপদেশ প্রদান করা কিংবা হিতাহিত বিবেচনায় বারণ করা।উপদেশ প্রদান ও বারণ করার ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ ও উন্নত মননশীলতার পরিচয় দেয়া । এতে সানন্দ চিত্তে ও স্বাগ্রহে স্ত্রীর আনগত্য পেয়ে যাবে।

হাতে ধরে ধরে তাদেরকে হেফাজত ও সুপথে পরিচালিত করা। কারণ, তারা সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল, স্বামীর যে কোন উদাসীনতায় নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর ফেতনা হতে খুব যত্ন সহকারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেনঃ 'আমার অবর্তমানে পুরুষদের জন্য নারীদের চে' বেশি ক্ষতিকর কোন ফেতনা রেখে আসিনি।' [বুখারী:৪৭০৬]

নারীদের ব্যাপারে আত্মম্ভরিতার প্রতি লক্ষ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'তোমরা সা'আদ এর আবেগ ও আত্মসম্মানবোধ দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ। আমি তার চে' বেশি আত্মসম্মানবোধ করি,আবার আল্লাহ আমারচে' বেশি অহমিকা সম্পন্ন।' [মুসলিম : ২৭৫৫]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, যার মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ নেই সে দাইয়ূছ (অসতী নারীর স্বামী, যে নিজ স্ত্রীর অপকর্ম সহ্য করে)। হাদিসে এসেছেঃ 'দাইয়ূছ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' [দারামি : ৩৩৯৭]

মানুষের সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদার বিষয় নিজের পরিবার। এর ভেতর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত স্বীয় স্ত্রী। অতঃপর অন্যান্য আত্মীয় স্বজন এবং অধীনস্থগণ।

পরিশেষে নির্ঘাত বাস্তবতার কথা স্বীকার করে বলতে হয়, কোন পরিবার সমস্যাহীন কিংবা মতবিরোধ মুক্ত নয়। এটাই মানুষের প্রকৃতি ও মজ্জাগত স্বভাব। এর বিপরীতে কেউ স্বীয় পরিবারকে নিষ্কণ্টক অথবা ঝামেলা মুক্ত কিংবা ফ্রেশ মনে করলে, ভুল করবে। কারণ, এ ধরাতে সর্বোত্তম পরিবার কিংবা সুখী ফ্যামিলির একমাত্র উদাহরণ আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবার ও ফ্যামিলি। সেখানেও আমরা মানবিক দোষ-ত্রুটির চিত্র দেখতে পাই, অন্য পরিবারের পবিত্রতা কোথায় ?

জ্ঞানী-গুণীজনের স্বভাব ভেবে-চিন্তে কাজ করা, ত্বরা প্রবণতা পরিহার করা, ক্রোধ ও প্রবৃত্তিকে সংযমশীলতার সাথে মোকাবিলা করা।কারণ, তারা জানে যে কোন মুহূর্তে ক্রোধ ও শয়তানের প্ররোচনায় আত্মমর্যাদার ছদ্মাবরণে মারাত্মক ও কঠিন গুনাহ হয়ে যেতে পারে।যার পরিণতি অনুসূচনা বৈকি? আবার এমনও নয় যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত কল্যাণ ও সুপথ বান্দার নখদর্পে করে দিয়েছেন। তবে অবশ্যই তাকে মেধা, কৌশল ও বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে।

কুরআন হাদিসের আলোকে সন্তান সন্ততিকে লালন পালনের ফজিলত:

শিশু সন্তানের পরিচর্যা ও তাদের সঠিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা পিতামাতার দায়িত্ব। বিশেষত আয়-উপার্জন এবং সাংসারিক তাগিদে পিতার অধিকাংশ সময় বাইরে অবস্থানের কারণে সন্তানের প্রায় সবকিছুর ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা বেশি।

আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, ‘তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেককে নিজ অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।... পুরুষ তার পরিবারের ওপর দায়িত্বশীল। স্ত্রী স্বামীর ঘর ও সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল। তোমরা সবাই দায়িত্বশীল। সবাই নিজ অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।’ (বুখারি, হাদিস : ৫২০০)

বিখ্যাত ফিকাহবিদ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষের দায়িত্ব হলো পরিবারকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা। তাদের সব ধরনের অধিকার

রক্ষা করা। আর স্ত্রীর দায়িত্ব হলো- ঘরের কাজকর্ম সম্পন্ন করা, সন্তান পরিচর্যা করা, সেবক-সেবিকাদের পরিচালনা করা এবং সব বিষয়ে স্বামীর মঙ্গল কামনা করা। (ফাতহুল বারি : ১৩/১১৩)

সন্তান লালন-পালনের সওয়াব

যথাযথভাবে সন্তান পালনের মাধ্যমে মা অবশ্যই বড় সওয়াবের অধিকারী হবেন। এসব কাজে মা যতক্ষণ ব্যস্ত থাকেন, পুরো সময়ই সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত হয়। উত্তম নারীর বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসুল (সা.) বলেন, 'আরবের নারীদের মধ্যে উত্তম নারী হলো কুরাইশি নারী। তারা সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহপরায়ণ এবং স্বামীর সম্পদ রক্ষার প্রতি অধিক যত্নশীল।' (বুখারি, হাদিস : ৫০৮২)

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আরও এসেছে, 'এক দরিদ্র নারী তার দুই সন্তান নিয়ে আমার কাছে এলো। আমি তাকে তিনটি খেজুর দিলাম। তখন সে তাদের উভয়কে একটি করে খেজুর দিল। আর একটি খেজুর সে নিজে খাওয়ার জন্য মুখের কাছে নিল। তখন তার দুই মেয়ে তার কাছে আরও চাইল। সে নিজের খেজুরটি দুজনের মাঝে ভাগ করে দিল। তার এ বিষয়টি আমাকে অনেক মুগ্ধ করেছে। আমি রাসুল (সা.)-এর কাছে ঘটনাটি বললে তিনি বলেন, 'আল্লাহতায়ালা এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অথবা তিনি বলেছেন, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' (মুসলিম, হাদিস : ২৬৩০)

সন্তান পালনকারী মা জান্নাতে যাবেন

আবু উমামাহ (রা.) বলেন, এক নারী তার দুটি সন্তানসহ মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে। সে একটি সন্তানকে কোলে এবং অপরটিকে হাতে ধরে নিয়ে আসে। তখন রাসুল (সা.) বলেন, গর্ভধারিণী, সন্তান জন্মদানকারিণী এবং সন্তানের প্রতি মমতাময়ী তারা যদি স্বামীদের কষ্ট না দেয়, তবে তাদের মধ্যে যারা নামাজি তারা জান্নাতে যাবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২০১৩)

সন্তান পালনের পাশাপাশি মায়ের ইবাদত

এক্ষেত্রে করণীয় হবে, দৈনন্দিনের ফরজ ওয়াজিব এবং সুন্নাতে মুয়াক্কাদার নামাজ আদায় করা। এরপর সাংসারিক ব্যস্ততার ফাঁকে নফল ইবাদত-বন্দেগির সুযোগ হলে আদায় করা। আর সময়-সুযোগ না পেলে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। বরং সন্তান লালন পালনের কারণে বিপুল সওয়াবের অধিকারী হবেন তিনি।

সন্তানের পরিচর্যা প্রতিপালন এবং ঘর-সংসারের কাজে পুরুষদেরও নারীদের সুযোগমতো সহযোগিতা করা উচিত। বিশেষত নিজের ব্যক্তিগত কাজ নিজেরই করা উচিত। মহানবী (সা.) ঘরে অবস্থানকালে গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজকর্ম নিজে করতেন। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, রাসুল (সা.) ঘরে কী কাজ করতেন? তিনি বলেন, 'তিনি নিজ কাপড় সেলাই করতেন, জুতা সেলাই করতেন, ঘরের কাজকর্ম করতেন, যেমন তোমরা ঘরের কাজকর্ম করে থাকো।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৫৩৪১)

কুরআন ও হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব:

ঈমানের পরে মুমিন নর ও নারীর উপরে সবচেয়ে বড় ফরয ইবাদত হলো, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত সময়মত আদায় করা। আরবী ভাষায় সালাত অর্থ প্রার্থনা। ইসলামের পরিভাষায় সালাত অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেখানো নির্ধারিত পদ্ধতিতে রুকু্ সাজদার মাধ্যমে আল্লাহর যিকর ও দোয়া করা। কুরআন ও হাদীসে এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব আর কোনো ইবাদতকে দেওয়া হয় নি। কুরআনে প্রায় ৮০ স্থানে আল্লাহ সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন। অসংখ্য হাদীসে সালাতের গুরুত্ব বোঝান হয়েছে।

সালাত বা নামায হলো ইসলামের দ্বিতীয় রুকুন। সালাত এমন একটি ফরয ইবাদত যার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামে সকল বিধান সহজ করে দেওয়া হয়েছে। একজন অসুস্থ মানুষ রোযা কাযা করতে পারেন এবং পরে রাখতে পারেন। একেবারে অক্ষম মানুষ ফিদইয়া- কাফ্ফারা দিতে পারেন। কিন্তু সালাতের ক্ষেত্রে সেই বিধান নেই। সালাতকে অন্যভাবে সহজ করা হয়েছে। তা হলো মুমিন যেভাবে পারেন তা আদায় করবেন। সম্ভব হলে পূর্ণ নিয়মানুসারে।

না হলে দাঁড়িয়ে,

বসে, শুয়ে, দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে, যানবাহনে আরোহণ রত অবস্থায়, পোশাক পরিধান করে, উলঙ্গ হয়ে... যে ভাবে সম্ভব মুমিন তাঁর প্রভুর দরবারে হাযিরা দেবেন। কোনো সূরা, কিরাআত বা দোয়া না জানা থাকলে শুধুমাত্র আল্লøাহু আকবার বলে বলে বা তাসবীহ-তাহলীল-এর মাধ্যমে সালাত আদায় করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই সময় মত হাযিরা দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের যতক্ষণ হুশ রয়েছে, ততক্ষণ তার দায়িত্ব হলো সময় মত সালাত আদায় করা। আল্লাহ বলেন:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"তোমরা সালাতের প্রতি যতœবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের, এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। যদি তোমরা আশংকিত থাক তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, আর যখন নিরাপদ বোধ করবে তখন আল্লাহর যিক্র কর (অর্থাৎ সালাত আদায় কর) যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।" (সুরা বাকারা: ২৩৮)

সালাতকে আমরা দায়িত্ব মনে করি।

আসলে সালাত দায়িত্ব নয়, সুযোগ। আল্লাহ আমাদের সুযোগ দিয়েছেন, দিনের মধ্যে পাঁচবার তাঁর সাথে কথা বলে, মনের সকল আবেগ তাঁকে জানিয়ে, তাঁর রহমত, বরকত লাভ করে আমরা ধন্য হব। সালাতই সকল সফলতার চাবিকাঠি।

আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ

"মুমিনগণ সফলকাম হয়েছেন, যারা অত্যন্ত বিনয় ও মনোযোগিতার সাথে সালাত আদায় করেন।" (সুরা বাকারা: ২৩৮)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

"সেই ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করতে পারে, যে নিজেকে পবিত্র করে এবং নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করে।"

সালাত হলো,

মানুষের পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার একমাত্র পথ। সালাতই মানুষকে পরিশীলিত করে এবং মানবতার পূর্ণতার শিখরে তুলে দেয়। সালাতের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে মানসিক দৃঢ়তা ও ভারসাম্য অর্জন করেন এবং মানবীয় দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে:

إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ

"নিশ্চয় মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই অস্থিরচিত্ত ও ধৈর্যহারা। বিপদে পড়লে সে অধৈর্য ও হতাশ হয়ে পড়ে। আর কল্যাণ বা সম্পদ লাভ করলে সে কৃপণ হয়ে পড়ে। একমাত্র ব্যতিক্রম সালাত আদায়কারীগণ (তারা এ মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন।) যারা সর্বদা (নিয়মিতভাবে) সালাত আদায় করেন।"

সালাত গোনাহ মার্জনার অন্যতম উপায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا

"যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি নদী থাকে, যেখানে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে তার দেহে কি ধুলি ময়লা কিছু অবশিষ্ট থাকবে? সাহাবীগণ বলেন: না। তার ধুলিময়লা কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বলেন: পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও অনুরূপ। এগুলির মাধ্যমে আল্লাহ পাপরাশি ক্ষমা করেন।"

নামায বা সালাত হলো

মুমিন ও কাফিরের মধ্যে মাপকাঠি। সালাত ত্যাগ করলে মানুষ কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাাহ সাল্লাল্লাাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ

“একজন মানুষ ও কুফরী-শিরকের মধ্যে রয়েছে নামায ত্যাগ করা।” (মুসলিম,আস-সহীহ ১/৮৮)

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ فَقَدْ كَفَرَ

“যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল সে কাফির হয়ে গেল।” (ইবনু হিব্বান: আস সহিহ ৪/৩২৩) কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে একথা নিশ্চিত যে, নামায মূসলিমের মূল পরিচয়। নামায ছাড়া মুসলিমের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। নামায পরিত্যাগকারী কখনোই মুসলিম বলে গণ্য হতে পারেন না।

সালাত কাযা করাকে “কুফরী”

গোনাহ বলে উল্লে-খ করা হয়েছে হাদীসে। এজন্য এক ওয়াক্ত সালাত ত্যাগ করা দিনরাত শূকরের গোশত ভক্ষণ করা, মদপান করা, রক্তপান করা ইত্যাদি সকল ভয়ঙ্কর গোনাহের চেয়েও বেশী গোনাহ। যে ব্যক্তি মনে করেন যে, নামায না পড়লেও ভাল মুসলমান থাকা যায় সে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে কাফির; কারণ তিনি নামাযের ফরযিয়্যত মানেন না।

আর যিনি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন যে, নামায কাযা করলে কঠিনতম গোনাহ হয়, এরপরও ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নামায পরিত্যাগ করেন তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা যাবে কিনা সে বিষয়ে ফকীহদের মতভেদ আছে। সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে এই প্রকারের মানুষকেও কাফির বা অমুসলিম বলে গণ্য করা হত। সহীহ হাদীসে তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক বলেন

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ

“মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-সাহাবীগণ সালাত ছাড়া অন্য কোনো কর্ম ত্যাগ করাকে কুফ্রী মনে করতেন না।”

চার ইমামের মধ্যে

ইমাম আহমদ এ মত পোষণ করেন। এ মতে মুসলিম কোন পাপকে পাপ জেনে পাপে লিপ্ত হলে কাফির বলে গণ্য হবে না। একমাত্র ব্যতিক্রম নামায ত্যাগ করা। যদি কেউ

নামায ত্যাগ করাকে কঠিনতম পাপ জেনেও এক ওয়াক্ত ফরয নামায ইচ্ছা পূর্বক ত্যাগ করে তবে সে মুরতাদ বলে গণ্য হবেন। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ী প্রমুখ ইমাম বলেন যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সরাসরি কাফির বলা যাবে না, তবে তাকে নামায ত্যাগ্যের শাস্তি স্বরূপ জেল ও মৃত্যুদ- প্রদান করতে হবে।

ফরয সালাত কাযা করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّداً فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِه(ِ

"ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাতও পরিত্যাগ করবে না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাত পরিত্যাগ করবে, সে আল্লাহর যিম্মা ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিম্মা থেকে বহিস্কৃত হবে।"

জামাতে নামায আদায় অপরিমেয় সাওয়াব ও বরকতের কাজ। ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةًَ

একাকী সালাতের চেয়ে জামা'আতে সালাতের মর্যাদা ২৭ গুণ বেশি। (বুখারি, হাদিস নং ৬৪৫, মুসলিম, হাদিসে নং ৬৫০)

রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করবে সে আল্লাহর যিম্মায় থাকবে। ইশার সালাত জামাতে আদায় করলে অর্ধেক রাত তাহাজ্জুদের সাওয়াব হবে। আর ফজরের সালাত জামাতে আদায় করলে পুরো রাত তাহাজ্জুদের সাওয়াব হবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা: বলেন:

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য চল্লিশ দিন প্রথম তাকবীরসহ পরিপূর্ণ নামায জামাতে আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ দুইটি মুক্তি লিখে দিবেন: জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও মুনাফিকী থেকে মুক্তি।"

কখনো তাহাজ্জুদ ত্যাগ করতেন না। যদি অসুস্থ থাকতেন অথবা ক্লান্তি বোধ করতেন তবে তিনি বসে তা আদায় করতেন।"

চাশতের বা সালাতুযযোহার

বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (وفي رواية: سُبْحَةَ الضُّحَى) كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ... تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّة

"যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করে বসে বসে আল্লাহর যিকির করবে সূর্যোদয় পর্যন্ত, এরপর দু রাক'আত যোহা বা চাশতের নামায আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে: পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে।)"

এছাড়া ওযুর পরেই দু রাকআত তাহিয়্যাতুল ওযূ, মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে অন্তত দু রাক'আত দুখুলুল মাসজিদ বা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত নিয়মিত আদায় করার বিশেষ নির্দেশ ও ফযীলত বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক প্রদান করুন। আমীন।

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহিমাহুল্লাহ, বই: খুতবাতুল ইসলাম, পৃ. ১৪৩-১৫০।

কুরআন শিক্ষা না করার পরিণতি :

১. রাসূল (ছাঃ)-এর অভিযোগ পেশ : কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অনুমতিতে রাসূল (ছাঃ) উম্মাতের জন্য শাফা'আত করবেন। কিন্তু যারা কুরআন শিক্ষা করেনি, কুরআনের যেসব হক্ক রয়েছে তা আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন নবী (ছাঃ) তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করবেন। কুরআনে এসেছে,

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

'আর রাসূল বলবেন, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে' *(ফুরকান: ৩০)*। ইবন কাছীর বলেন, কুরআন না পড়া, তা অনুসারে আমল না

করা, তা থেকে হেদায়াত গ্রহণ না করা, এ সবই কুরআন পরিত্যাগ করার শামিল *(৬/১৮৮ পৃঃ)*।

২. কিয়ামত দিবসে অন্ধ, মূক ও বধির হয়ে উঠবে : যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়ে থাকল, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন অন্ধ, মূক ও বধির হয়ে উঠবে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى

'আর যে আমার যিকর (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থয় উঠাব। সে বলবে, হে আমার রব! কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন? তিনি বলবেন, অনুরূপভাবে তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল' *(ত্বহা: ১২৪-১২৬)*। আল্লাহ আরো বলেন,

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

'আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায়, বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখন জাহান্নামের আগুন নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্য অগ্নির দাহিকাশক্তি আরও বাড়িয়ে দেব' *(বনী-ঈসরাইল: ৯৭)*।

৩. গাফেল হিসাবে চিহ্নিত হবে : কুরআন শিক্ষা না করা ব্যক্তি গাফেল। কুরআনের ভাষায় তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত অজ্ঞানতা ও মূর্খতার মাঝে নিমজ্জিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُون َ

'এরা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বরং এরা তাদের চেয়েও আরো অধম ও নিকৃষ্ট। এরাই হল গাফেল' *(আরাফ: ১৭৯)*।

৪. কুরআন বিরোধী দলীল হিসাবে উপস্থাপিত হবে : কুরআন শিক্ষা থেকে বিরত থাকার কারণে কুরআন তার বিপক্ষের দলীল হিসাবে উপস্থিত হবে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, وَالْقُرْآنُ حَجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْك 'কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষের দলীল *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১)*।

৫. জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে : কুরআন শিক্ষা না করা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ ومَاحِلٌ مُصَدَّقٌ ، فَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ قَادَهُ إِلَى النَّارِ

‘কুরআন সুপারিশকারী এবং তাঁর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। কুরআন বিতর্ককারী এবং তার বিতর্ক সত্যায়ন করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআনকে সামনে রেখে তাঁর অনুসরণ করবে, কুরআন তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি একে নিজ পশ্চাতে রেখে দিবে, কুরআন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে’ *(ছহীহ ইবনে হিববান হা/১২৪)*।

৬. আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে : কুরআন শিক্ষা না করলে এ বিষয়ে আখেরাতে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

‘নিশ্চয় এ কুরআন তোমার জন্য এবং তোমার কওমের জন্য উপদেশ। আর অচিরেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে *(যুখরুফ ৪৪)*।

কুরআন তেলাওয়াতের আদব :

১. প্রাথমিক আদব : কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে ইখলাসের সাথে পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ মন নিয়ে। ‘মাছহাফ’ নিয়ে বসলে অযু করে পবিত্র হয়ে বসাটাই সর্বোত্তম, কেননা কুরআন তেলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত। তবে অযু না থাকলেও প্রয়োজনে মাছহাফ স্পর্শ করে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে (অপবিত্র অবস্থায় না থাকলে)। তেলাওয়াত শুরুর পূর্বে ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম’ পাঠ করে শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাইতে হবে

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيْمِ

(নাহল: ৯৮)। অতঃপর কোন সূরার শুরু থেকে হলে ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’ বলে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করতে হবে, নতুবা ‘আউযুবিল্লাহ’ই যথেষ্ট। মসজিদে বা পবিত্র কোন জায়গায় বসে তেলাওয়াত করতে হবে। তবে এমনিতে দাড়িয়ে, শুয়ে, আরোহী হয়ে সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা যায় *(আলে ঈমরান ১৯১)*।

২. তেলাওয়াতের সময় অন্তরকে একনিষ্ঠ করতে হবে : তেলাওয়াত করার সময় অন্তরকে আল্লাহ্র দিকে একনিষ্ঠভাবে রুজূ‘ করে দিতে হবে। কেননা ইবাদতের মূল হল খুলূছিয়াত বা একনিষ্ঠতা *(বাইয়েনাহ ৫, ফুছছিলাত ১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَه ُ

‘তোমরা কুরআন পড় এবং এর বিনিময় আল্লাহ্র কাছে কামনা কর, ঐ সম্প্রদায় আসার পূর্বেই, যারা কুরআনকে তীর রাখার মত করে রাখবে। তারা কুরআন থেকে পরকালীন লাভের পরিবর্তে দুনিয়াবী লাভ আশা করবে *(আহমাদ হা/১৪৮৫৫, ছহীহ)*।

৩. কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে তাজবীদ সহকারে : কুরআন ধীরে-সুস্থে তারতীলসহ পড়া অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ‘এবং তুমি কুরআন তেলাওয়াত কর তারতীল সহকারে’ *(মুযাম্মিল: ৩)*। রাসূল (ছাঃ) ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে তেলাওয়াত করতেন, কোন তাড়াহুড়া করতেন না *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২০৫, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, زيّنوا القرآن بأصواتكم ‘তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করো সুন্দর কণ্ঠে *(আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত হা/২১৯৯, ছহীহ)*। বারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে সুমধুর কণ্ঠে তেলাওয়াত আর শুনিনি *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৪)*। ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে বালুর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে না আবার সঙ্গীতের মত উচ্চ বা হ্রস্ব সুরে ঝুলিয়ে পড়বে না বরং পড়ার সময় কুরআনের মু‘জিযাকে থেমে থেমে অনুধাবন করবে এবং অন্তরকে আন্দোলিত করে পড়বে।

৪. অর্থ বুঝে পড়তে হবে : পবিত্র কুরআন বুঝে পড়া আবশ্যক। কারণ কুরআন নাযিল করা হয়েছে যেন জ্ঞানীরা তাতে চিন্তা-ভাবনা করে। পবিত্র কুরআনে বারবার কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে। অর্থ না বুঝলে অনুবাদের সহযোগিতা নিয়ে যথাসম্ভব বুঝার চেষ্টা করতে হবে। নতুবা কুরআন নাযিলের মৌলিক উদ্দেশ্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। ছাহাবায়ে কেরাম সাধারণতঃ দশটি আয়াতও অতিক্রম করতেন না যতক্ষণ তাতে কি রয়েছে তা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ না করতেন এবং তা আমলে পরিণত না করতেন। রাসূল (ছাঃ) কুরআন তেলাওয়াত করার সময় এতটাই একনিষ্ঠতা নিয়ে পড়তেন যে, যখন কোন

তাসবীহের আয়াত আসত, তিনি মনে মনে তাসবীহ পড়তেন; প্রার্থনার আয়াত আসলে প্রার্থনা করতেন এবং আশ্রয় প্রার্থনামূলক আয়াত আসলে আশ্রয় চাইতেন *(নাসাঈ হা/১৬৬৪, ছহীহ)*।

৫. অন্তরকে বিগলিত করে পড়তে হবে : কুরআন তেলাওয়াতের সময় রাসূল (ছাঃ) এতটাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন যে, কান্নায় তার বক্ষদেশ থেকে ফুটন্ত পানির মত শব্দ হত *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০০)*। আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَق

‘আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুসজল হচ্ছে, কারণ তারা সত্য হতে জেনেছে *(মায়েদা: ৮৩)*।’

৬. তেলাওয়াত শ্রবণে একাগ্রতা : রেডিও-টিভিতে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের সময় গভীরভাবে হৃদয় দিয়ে তা শুনতে হবে। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে একদিন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও। আমি বললাম, আপনার উপরই কুরআন নাযিল হয়েছে, আর আমি আপনাকে পড়িয়ে শোনাব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি অন্য কারো কাছ থেকে কুরআন পড়া শুনতে ভালবাসি। অতঃপর আমি সূরা নিসা পড়ে শুনালাম। যখন আমি ৪৪ নং আয়াতে পৌঁছলাম, রাসূল (ছাঃ) আমাকে থামিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম, আয়াতটি শ্রবণে তাঁর দু’চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় ক্রন্দনধারা ঝরছে *(বুখারী, মিশকাত হা/২১৯৫)*।

- **কুরআন শিক্ষার জন্য করণীয় :**

ছহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করা অত্যন্ত যরূরী। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত জানা মানুষের সংখ্যা খুবই কম, যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমাদের যথেষ্ট অবহেলারই পরিচায়ক। ভালভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার জন্য আমরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারি।

১. ভালো শিক্ষকের কাছে পড়া : যিনি ছহীহভাবে কুরআন পড়তে পারেন তার নিকটই কুরআন শিক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে যে শিক্ষকের কুরআন শিক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ আছে তার কাছে পড়লে আরো ভাল হয়।

২. নিয়মিত পড়া : ছহীহভাবে কুরআন শিক্ষার জন্য নিয়মিত সময় দেয়া দরকার। যদিও কম সময় হয়। প্রতিদিন শেখার মধ্যে থাকলে ছহীহভাবে কুরআন শিক্ষা সহজ হবে এবং যা শেখা হবে তা আয়ত্বে থাকবে।

৩. নিয়মিত মশক বা অনুশীলন করা : কোন যোগ্য শিক্ষকের কাছে মশক করলে পড়ার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। মশক হলো- শিক্ষক পড়বে তারপর সেভাবে ছাত্রও পড়বে। এ ছাড়া বিভিন্ন সিডির মাধ্যমেও মশক করা যায়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত ক্বারী মিনশাভীর কুরআন প্রশিক্ষণ সিডির সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

৪. পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের শিক্ষা দেয়া : প্রত্যেক মুসলিমকে তার পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়া অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। কুরআনে এসেছে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও *(তাহরীম: ৬)*। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন

عَلَيْكُم بِالْقُرْآن ، فَتَعَلَّمُوه وَعَلَّمُوه أَبْنَائِكُم ، فَإِنَّكُم عَنْه تُسْأَلُوْن ، وَبِه تُجْزَوْن

‘কুরআনের বিষয়ে তোমাদের উপর অবশ্য পালনীয় এই যে, কুরআন শিক্ষা করা এবং তোমাদের সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়া। কেননা এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তার প্রতিদানও দেয়া হবে’ *(ইবনু বাত্তাল, শরহে সহীহ বুখারী, ১০/২৬৬ পৃঃ)*।

৫. ফযীলতপূর্ণ সূরাগুলো বেশী বেশী পড়া : ফযীলতপূর্ণ সূরাগুলো ভালোভাবে শিক্ষা করা এবং সেগুলো বেশি বেশি তিলাওয়াত করা উচিৎ। রাসূল (ছাঃ) বলেন

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالُوا : أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رسولَ الله ؟ فَقَالَ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ: ثُلُثُ الْقُرْآن ِ

‘তোমাদের কেউ কি রাত্রিকালে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াতে সক্ষম? তারা বিষয়টি কঠিন মনে করলেন এবং বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়বে? তিনি বললেন, (সূরা ইখলাছ) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৭)*।

অতএব যেসব সূরা ও আয়াত সম্পর্কে অধিক ফযীলত ও বেশি নেকীর কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো ভালোভাবে শেখা ও বেশি বেশি পড়া দরকার। এর মধ্যে রয়েছে, সূরা বাক্বারা,

সাজদাহ, দাহর, ওয়াক্বিয়া, রহমান, ইয়াসীন, মুলক, আ'লা, গাশিয়া, ইখলাছ, ফালাক, নাস, আয়াতুল কুরসী প্রভৃতি।

শেষকথা :

এ কথা সকল মুসলিমের জানা উচিৎ, কেবলমাত্র মুসলিম হওয়াই জান্নাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং ইসলামী জীবনবিধানকে অনুসরণ করতে হবে অনুসরণ করার মত। তবেই কেবলমাত্র সফলতা আসতে পারে। আল্লাহ বলেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى

'অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না' *(ত্বহা: ১২৩)*। কুরআন শিক্ষার জন্য মক্তব,মাদরাসার পাশাপাশি বর্তমানে অনলাইনেও বিভিন্ন আহিহ মাধ্যম রয়েছে। আমরা একটু ভালোভাবে নিয়ত করলেই সহজেই সহিহ করে কুরআন শিখতে পারবো, পাশাপাশি কুরআনের অর্থ,তাফসির নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে আল্লাহর বাণীর ব্যাপক প্রসার আমাদের জীবনে করতে পারবো ইনশাআল্লহ।

ইসলামকে অনুসরণের জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ জ্ঞান। বিশুদ্ধ জ্ঞানের একমাত্র উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। সুতরাং ইহলৌকিক জীবনে সুপথ প্রাপ্ত হওয়া এবং পারলৌকিক জীবনে মুক্তিলাভের জন্য আমাদেরকে মানবজাতির উদ্দেশ্যে মহান রাববুল আলামীন প্রেরিত এই মহা হেদায়েতগ্রন্থ পবিত্র কুরআনকে যে কোন মূল্যে শিখতে হবে। কুরআনের নির্দেশাবলী জানতে হবে। নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই আমরা সফলকাম হতে পারব।

"Quran Is the medicine for the Heart. The more we will read Quran, The more we will fall in love with Allah".

We Should follow the Proverb:

"আল কুরআনের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো"।

অতএব আমাদের উচিত এ ক্ষণস্থায়ী জীবন পরিসমাপ্তির পর যে অন্তহীন জীবন আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে সে জীবনে আমাদের একমাত্র সাথী হবে যে পবিত্র কুরআন সেই চিরস্থায়ী সাথীকে সময় থাকতেই যথাযথ মূল্যায়ন করা

সুতরাং আমাদের সাধ্যমত কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবো। আমাদের আত্মীয়-পরিজন এবং সমাজকে কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করি। প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটি সময় আবশ্যকভাবে কুরআনের জন্য ব্যয় করবো। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন। আমীন!

রেফারেন্স

www.at-tahreek.com

www.hadithbd.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greentech.quran